প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৫ ❖ ১১ - ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস্ ডে
ভালবাসা

ভস্ম বুধবার
ত্যাগ

১১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব রোগী দিবস

প্রায়শ্চিত্তকাল: ঐশরাজ্যের পথে আমাদের জীবন নবায়নের কাল

সম্পর্ক নিরাময়ের দ্বারা রোগীদের নিরাময়

প্রকৃতির বৈরিতাকে জয় করে আন্তনীভক্তদের বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা → বুক্ড	
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ

ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ০৫
১১ - ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
২৮ মাঘ - ৪ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ভালোবাসার শুদ্ধতা প্রকাশ পায় ত্যাগের চর্চায়

ত্রিবিধ বিশেষ দিবস সমাগত। ১১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব রোগী দিবস এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ও ভস্ম বুধবার। দিবস তিনটির মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের জীবন বাস্তবতাকে উপলব্ধি ও উদ্‌যাপন করি। জীবনের যেকোন বয়সে একজন ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে কষ্টের অভিজ্ঞতা করেন। কোন অভিশাপের কারণে অসুস্থতা আসে না। কিন্তু মানব জীবনের স্বাভাবিক ধারা অসুস্থতা। এ সময়েই অসুস্থ ব্যক্তি উপলব্ধি করে প্রিয়জনের সান্নিধ্য ও ভালোবাসা। যিশু নিজেও তাঁর কর্মজীবনে অসুস্থদের পাশে ছিলেন এবং ভালোবেসে তাদের সুস্থ করে তুলতেন। রোগীদের প্রতি যিশুর ভালোবাসা বর্তমানে মূর্ত করে তুলছে মণ্ডলী তার নিরাময়কারী কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে। এ বছর রোগী দিবসের বাণীতে পুণ্যপিতা বলেন, রোগীদের যত্ন করার অর্থ হলো আমাদের সম্পর্কগুলোর যত্ন করা; সব ধরণের সম্পর্ক; ঈশ্বরের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে ও প্রকৃতির সঙ্গে। ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে কেউ ভালোবেসে স্বাগতম জানিয়েছেন বলেই আমরা এ জগতে এসেছি। তাই আমাদের জন্ম হয়েছে ভালোবাসার জন্য এবং আমরা মিলন ও ভ্রাতৃত্ব চর্চা করে ভালোবাসার সমাজ গড়ে তুলতে আহূত হয়েছি। তাই যেকোন অসুস্থতা থেকে নিরাময়ের জন্য সর্বপ্রথম যে ধরণের যত্ন প্রয়োজন তা হলো সহমর্মী ও ভালোবাসাময় নৈকট্য। রোগীদের পাশে থেকে যত্ন নিতে হলে প্রথমেই দরকার ভালোবাসা ও নিজের ত্যাগস্বীকারের মনোভাব।

মানব জীবনে মৌলিক একটি আকাঙ্ক্ষা হলো ভালোবাসা পাওয়া ও ভালোবাসা দেওয়া। তাইতো সারাবিশ্বেই ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস পালন তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠছে। বিগত দশক থেকে বাংলাদেশেও ভালোবাসা দিবস উৎসব মুখর পরিবেশে পালন করা হচ্ছে। বিশেষভাবে যুব সমাজের মাঝে দিবসটি পালন আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠছে। দিবসটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠার অন্যতম কারণটি মানব সত্তার সাথে জড়িত। মানুষ হিসেবে আমরা সকলে ভালোবাসা বিনিময় করতে চাই। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরও ভালোবাসার কারণে এ জগত মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি সর্বদা ভালোবাসেন। তাই সর্বদা যত্নও নিয়ে থাকেন। মানুষকে ভালোবাসেন বলেই ভুল, অন্যায় অপরাধ করলেও তাকে অনুতপ্ত ও সংশোধিত হওয়ার বিভিন্ন সুযোগ দান করেন। খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করেন, মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্যেই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যিশুকে এ জগতে প্রেরণ করেন। যে যিশু মানুষকে ভালোবেসে ভীষণ কষ্ট সহ্য করে ক্রুশের ওপর মৃত্যুবরণ করেন। মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যিশু ভালবাসার চরম নিদর্শন দিয়ে গেছেন মানবজাতিকে। যিশুর সেই কষ্টময় অধ্যায়টা অনুধ্যান করে নিজ জীবনের মন্দতা থেকে বেরিয়ে আসার সুন্দর একটি সময়কাল তপস্যাকাল।

ভস্ম বুধবারে কপালে ভস্ম লেপনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় তপস্যাকাল। কাকতালীয়ভাবে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবসেই পালিত হবে ভস্ম বুধবার। প্রায়শ্চিত্ত ও ত্যাগের মধ্যদিয়েই তা পালন করার কথা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এই উৎসব দু'টি বিপরীতধর্মী। একটি আনন্দময়তা ও প্রণোচ্ছাসের অন্যটি কৃচ্ছ্রসাধনতার ও ত্যাগের। কিন্তু উভয় উৎসবের মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য হলো হলো ভালোবাসায়। বৈপরিত্য শুধু প্রকাশে। বিশ্ব ভালবাসা দিবসে ভালোবাসার লৌকিক প্রকাশ ঘটে আনন্দময়তায় আর ভস্ম বুধবারে ভালবাসার প্রকাশ ঘটে ত্যাগস্বীকারে। ত্যাগস্বীকার ছাড়া ভালোবাসাও প্রকৃত ভালোবাসা হতে পারে না। ত্যাগ ছাড়া যেমনি ভালোবাসা পূর্ণতা পায় না তেমনি ভালবাসার কারণেই সবকিছু ত্যাগ করা যায়। ভালোবাসাকে ভালোবাসি বলেই ভালোবাসার স্থূলতায় নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে প্রকৃত ভালোবাসা চর্চা করব। বর্তমান ভেজাল মিশ্রিত ভালোবাসায় মানুষের হৃদয় ভরে যাচ্ছে। ফলে প্রকৃত ভালোবাসার স্থান দখল করছে প্রতারণা, ভ্রান্ত প্রত্যাশা, হঠকারিতা, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, স্বার্থপরতা। ভালোবাসা দিবসে প্রকৃত ভালোবাসায় অবগাহিত হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই। নিজের ও অপরের মঙ্গল করতে হলে আমাদের প্রত্যেকেই প্রতিদিন কিছু কিছু ত্যাগ করতে হবে। নিজ জীবনের মন্দতা ত্যাগের সাথে সাথে বৈষয়িক ছোট ছোট কিছু বিষয় ও ইস্যুও ত্যাগ করার চর্চা শুরু করি তপস্যাকালের শুরু থেকেই।

মহান সাধু আন্তনীর প্রতি ভালোবাসার কারণেই প্রকৃতির বৈরিতাসহ শত প্রতিকূলতাকে দূরে ঠেলে দূর-দূরান্ত থেকে হাজারো খ্রিস্টবিশ্বাসীরা ২ ফেব্রুয়ারি সমবেত হয়েছিল ঐতিহাসিক নাগরী ধর্মপল্লীর পানজোরার বিখ্যাত তীর্থস্থানে। ভালোবাসার জোর এখানেই যে, ভালোবাসা সব কিছু জয় করতে পারে। ভালোবেসে শুদ্ধ হবার প্রচেষ্টা শুরু করি তাহলে কষ্টকে জয় করা সহজ হবে॥ †

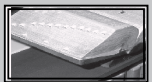

কিন্তু সে বেড়িয়ে গিয়ে কথাটা প্রচার করে চারদিকে বলে দিল, যার ফলে যিশু প্রকাশ্যে কোন শহরে প্রবেশ করতে পারলেন না, কিন্তু বাইরে নির্জন স্থানে থাকতে লাগলেন; তা সত্ত্বেও লোকেরা সবদিক থেকে তার কাছে আসতে থাকল। -মার্ক ১: ৪৫

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

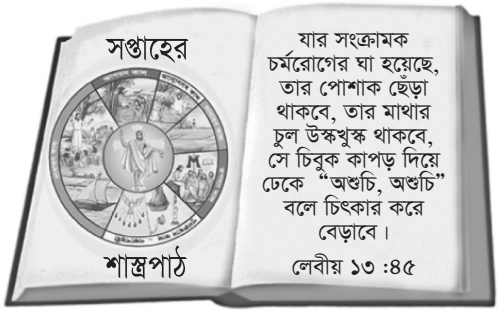

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১১ - ১৭, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১১ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
লেবী ১৩: ১-২, ৪৫-৪৬, সাম ৩২: ১-২, ৫, ১১, ১ করি ১০: ৩১-- ১১: ১, মার্ক ১: ৪০-৪৫
(লূর্দের রাণী মারীয়া-এর স্মরণদিবস এ বছর পালিত হবে না)
বিশ্ব রোগী দিবস

১২ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
যাকোব ১: ১-১১, সাম ১১৯: ৬৭, ৬৮, ৭১-৭২, ৭৫-৭৬, মার্ক ৮: ১১-১৩

১৩ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
যাকোব ১: ১২-১৮, সাম ৯৪: ১২-১৫, ১৮-১৯, মার্ক ৮: ১৪-২১
বিশপ পনেন পল কুবি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী
তপস্যাকাল - ২০২৪

১৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
ভস্ম বুধবার (প্রাহরিক প্রার্থনা-৪)
উপবাস পালন ও মাংস আহার ত্যাগ।
যোয়েল ২: ১২-১৮, সাম ৫১: ১-৪, ১০-১২, ১৫, ২ করি ৫: ২০--৬: ২, মথি ৬: ১-৬, ১৬-১৮

১৫ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
২ বিব ৩০: ১৫-২০, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ৯: ২২-২৫

১৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
ইসা ৫৮: ১-৯ক, সাম ৫১: ১-৪, ১৬-১৭, মথি ৯: ১৪-১৫

১৭ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
ইসা ৫৮: ৯খ-১৪, সাম ৮৬: ১-৬, লুক ৫: ২৭-৩২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১১ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৮৫ ফাদার যাকোব দেশাই (ঢাকা)
+ ১৯৯৪ ফাদার যোসেফ ভূর্দে সিএসসি (ঢাকা)

১২ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৯৮ সিস্টার রোদল্‌ফা ওরনাগো পিমে (দিনাজপুর)

১৩ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৭ ফাদার মরিস জে. নরকার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯১ সিস্টার এম. চার্লস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ সিস্টার রেজিনা কুজুর এসসি (দিনাজপুর)

১৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৫৫ ফাদার পল জে. সি. সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সিস্টার আর্থার ফেরী সিএসসি (ঢাকা)

১৫ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৪ সিস্টার এম. বার্কম্যান এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৩ ফাদার লুইজি পাসেতো পিমে (রাজশাহী)
+ ২০১৬ ফাদার অতুল এম. পালমা সিএসসি (ঢাকা)

১৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯২৩ সিস্টার এম. পল অব দ্যা ইনকারনেশন টবিন সিএসসি
+ ১৯৫৩ ফাদার জন বি. ডেলোনী সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৩ ফাদার লুইজি কার্‌রেয়া পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৩ ফাদার লুইজি পুজেত্তো পিমে

১৭ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ বিশপ ফ্রান্সিস এ. গমেজ এর মৃত্যুবার্ষিকী (২০১১)
+ ১৯৭৯ ফাদার জন কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৯৩ সিস্টার পল জুলিয়েট এসএএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৭ মাদার কানিসিউস রাভেনেল্লে সিএসসি
+ ২০১১ বিশপ ফ্রান্সিস এ. গমেজ (ময়মনসিংহ)
+ ২০১৬ সিস্টার মিকেলা ডি'কস্তা এসসি (ঢাকা)

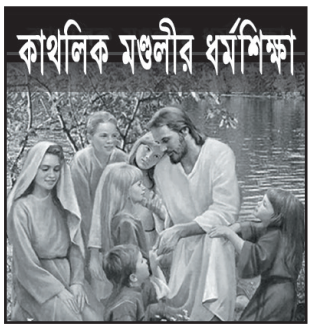

চতুর্থ অধ্যায়
অন্যান্য উপাসনা- অনুষ্ঠান

১৬৬৭: "পুণ্যময়ী মাতামণ্ডলী আরও স্থাপন করেছে কতকগুলো উপ-সংস্কার। এগুলো পবিত্র চিহ্ন, সংস্কারাদির সঙ্গে যাদের সাদৃশ্য রয়েছে। উপ-সংস্কারগুলো বিশেষভাবে আত্মিক ফলসমূহ চিহ্নিত করে, যা মণ্ডলীর মধ্যস্থতায় লাভ করা হয়। এগুলোর মাধ্যমে মানুষ সংস্কারাদির প্রধান ফল গ্রহণের জন্য যোগ্য হয়ে উঠে, মানব-জীবনের বিভিন্ন এগুলোর দ্বারা পবিত্র করা হয়।"

উপ-সংস্কারের বৈশিষ্ট্য

১৬৬৮: উপ-সংস্কারগুলো মণ্ডলীর কতিপয় সেবাকর্ম, জীবনাহ্বান, খ্রীষ্টীয় জীবনের বিচিত্র অবস্থা, এবং মানুষের ব্যবহার্য বহু দ্রব্য-সামগ্রী পবিত্রীকরণের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত। বিশপদের পালকীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, এগুলো নির্দিষ্ট স্থান বা কালের ও খ্রীষ্টান জনগণের চাহিদা, কৃষ্টি এবং বিশেষ ইতিহাসের প্রয়োজনেও সারা দিতে পারে। উপ-সংস্কারে সবসময়ই একটি প্রার্থনা থাকে, এবং তার সঙ্গে জড়িত থাকে একটি বিশেষ চিহ্ন, যেমন: হস্ত-স্থাপন, ক্রুশের চিহ্ন, অথবা পুণ্য জলধিঞ্চন (যা দীক্ষাস্নানকে স্মরণ করিয়ে দেয়)।

১৬৬৯: উপ-সংস্কারগুলো দীক্ষাস্নানের যাজকত্ব থেকে উদ্ভূত: প্রতি দীক্ষাস্নাত ব্যক্তিই 'আশীর্বাদ' হতে ও আশীর্বাদ দান করতে আহূত। তাই,খ্রীষ্টান ভক্তজনসাধারণ কোন কোন আশীর্বাদ- আনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে; আশীর্বাদ যতবেশী মাণ্ডলিক ও সংস্কারীয় জীবন-সংক্রান্ত হয়, ততোই তা সম্পাদনের দায়িত্ব অভিষিক্ত সেবাকর্মীর (বিশপ,যাজক অথবা ডিকন হাতে সংরক্ষিত থাকে।

১৬৭০: সংস্কারগুলো যেভাবে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দান করে, উপ-সংস্কারগুলো সেভাবে তা করে না, কিন্তু মণ্ডলীর প্রার্থনা দ্বারা এগুলো আমাদের অনুগ্রহ লাভ করতে প্রস্তুত করে, এবং এরা সঙ্গে সহযোগিতা করতে মনোভাব সৃষ্টি করে। "সু-মনোভাবসম্পন্ন বিশ্বাসীদের জন্য সংস্কার ও উপ-সংস্কারের অনুষ্ঠানগুলো খ্রীষ্টের কষ্টভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের নিস্তার-রহস্য থেকে উৎসারিত ঐশপ্রসাদের দ্বারা জীবনের প্রায় সব ঘটনাই পবিএ করে তোলে। নিস্তার- রহস্য থেকেই সমস্ত সংস্কার ও উপ-সংস্কার তাদের শক্তি পেয়ে থাকে। বস্তুজগতের এমন কোন দ্রব্য-সামগ্রী নেই যা মানুষের পবিত্রীকরণ, এবং ঈশ্বরের বন্দনাগানে নিয়োজিত করা যায় না"।

বিভিন্ন প্রকারের উপ-সংস্কার

১৬৭১: উপ-সংস্কারগুলোর মধ্যে প্রথমেই আসে আশীর্বাদসমূহ (ব্যক্তি,খাদ্য দ্রব্য, বস্তুসামগ্রী ও স্থানের আশীর্বাদ)। প্রতিটি আশীর্বাদ ঈশ্বরের বন্দনা করে ও তাঁর দানের জন্য প্রার্থনা করে। খ্রীষ্টভক্তেরা খ্রীষ্টেতে পিতা পরমেশ্বরের "যত আত্মিক আশিসধন্য। এ কারণেই খ্রীষ্টমণ্ডলী যীশুর নাম আহ্বান ক'রে, সাধারণতঃ খ্রীষ্টের পবিত্র ক্রুশের চিহ্ন দ্বারা আশীর্বাদ প্রদান করে॥

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১৩ ফেব্রুয়ারি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি- এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ

সাধারণ কালের ৬ষ্ঠ রবিবার

১ম পাঠ : লেবীয় ১৩:১-২; ৪৫-৪৬

২য় পাঠ : ১ম করি ১০:৩১-১১:১

মঙ্গলসমাচার : মার্ক ১:৪০-৪৫

আজ সাধারণকালের ৬ষ্ঠ রবিবার। ১১ ফেব্রুয়ারি, এই দিনে আমরা বিশ্ব রোগী দিবস পালন করি। আজকের প্রথম পাঠ এবং মঙ্গলসমাচার উভয়ে স্থানেই রোগ-শোক এবং বিশেষ করে কুষ্ঠ রোগের বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথম শাস্ত্রবাণীতে কুষ্ঠ রোগ বা সেই জাতীয় কোন রোগের বিষয় কিছু দিকনির্দেশনা রাখা হয়েছে এবং মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখি একজন কুষ্ঠ রোগীর সঙ্গে যিশুর সাক্ষাৎ। যিশুর সময়ে কুষ্ঠ রোগ নানা কারণে বহুল আলোচিত রোগ ছিল। এইটা অন্যান্য কোন সাধারণ রোগ হিসাবে দেখা হতো না। যদিও কুষ্ঠ একটি চর্ম রোগ। তবে অবশ্যই সাধারন খোস্, পাচরা, চুলকানি বা ঘা এর মত নয়। কুষ্ঠ রোগ খুবই মারাত্মক একটি রোগ হিসাবে বিবেচনা করা হতো। বিশেষ করে যিশুর সময়ে যাদের কুষ্ঠ হতো তাদের শুধু মাত্র এই রোগে আক্রান্ত হয়ে শারীরিক যন্ত্রনা সহ্য করতে হতো তা নয়। তাদের আধ্যাত্মিক, মানসিক, সামাজিক ও আরো নানাবিধ বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়।

যাদের কুষ্ঠ রোগ হয়, তাদের শরীরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। যারা কখনো কুষ্ঠ রোগী দেখেছেন, তারা বলতে পারবেন, রোগির ভয়াবহ অবস্থার কথা। শরীরের যে স্থানে কুষ্ঠ হয়, সেখানে প্রথমে সাদা ছোপ ছোপ দাগ দেখা দেয় এবং সেই স্থানটি অনুভূতি শূন্য হয়ে পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং সেই স্থানের মাংসে পচন ধরে। মাংস পচে গিয়ে খুলে খুলে পড়ে শুরু করে এবং প্রতিদিন এর গভীরতা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশেও কুষ্ঠ রোগী ছিল এবং এখনও অল্প সংখ্যক আছে। এই রোগের চিকিৎসাও হয় এবং এর জন্য বেশ কয়েকটি কুষ্ঠ হাসপাতাল রয়েছে। আমি সর্বপ্রথম দিনাজপুর, ধানজুড়ী ধর্মপল্লীতে পিমে সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত কুষ্ঠ হাসপাতালে কুষ্ঠ রোগী দেখেছি। সেখানে স্বচক্ষে দেখার পর কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করি। সত্যিই যাদের কুষ্ঠ হয় তারা শরীরে এই ক্ষত নিয়ে বেড়ায় এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। কারণ তাদের অনেকেরই পরিবারের মানুষ আর কোন খোঁজ খবর নেয় না। অন্য দিকে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রতঙ্গ থাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে; পচতে পচতে যে কোন সময় এগুলি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তাদের চোখের সামনে। রোগীদের অনেককেই দেখেছি, কারও হাতে-পায়ের আঙ্গুল নেই, কারও কান নেই, কারও পায়ে গভীর ক্ষত, সারা শরীর ব্যাণ্ডেজ করা।

পবিত্র বাইবেলে পুরতান এবং নতুন নিয়ম উভয়ে স্থানেই কুষ্ঠ রোগীদের কথা আমরা শুনতে পাই। বিশেষত প্রবক্তা মোশীর বোন মিরিয়াম ও প্রবক্তা এলিসিয়া সিরিয়া দেশের নামানকে কুষ্ঠ রোগ হতে সুস্থ করে তোলেন তা আমরা জানি। সেই সময়ে কুষ্ঠ রোগকে শুধু মাত্র এক রকমের ভয়াবহ রোগ হিসাবে ধরা হতো তা নয়; কিন্তু কোন গুরুতর পাপের শাস্তি হিসাবেই দেখা হতো। বলা হতো যে, এই মানুষের কুষ্ঠ হয়েছে নিশ্চয় সে কোন গুরুতর পাপ করেছে। তার কোন পাপের বা অভিশাপের প্রতিফল এই কুষ্ঠ রোগ। বর্তমানেও কোন কোন সময় মানুষ দুঃখ কষ্টে একে অন্যকে অভিশাপ দিয়ে বলে 'তোর কুষ্ঠ হবে'। কুষ্ঠ রোগের তেমন কোন চিকিৎসাও ছিল না। তাই ধরে নেওয়া হতো যার কুষ্ঠ হয়েছে সে এই ভাবে ধোঁকে ধোঁকে মারা যাবে। যদি কেউ এ রোগ থেকে সুস্থ হতো তবে যেন সে মৃতদের মধ্য হতে পুনরুত্থান করেছে, এইভাবেই তাকে দেখা হতো।

কুষ্ঠ রোগীরা শুধুমাত্র শারীরিকভাবে রোগে আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রনা ভোগ করে তা নয়। বরং তারা শারীরিক তো বটেই, তাছাড়া ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে নিগৃহিত হয়। ধর্মীয় দৃষ্টি কোণ থেকে কুষ্ঠ রোগীরা হল গুরুতর পাপী এবং এই কুষ্ঠ রোগ হলো পাপের শাস্তি। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রকাশ্যে কোন উপাসনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। কারণ তারা অশুচি, তারা পাপী। তারা এমন গর্হিত পাপে পাপী যে তারা ঈশ্বরের পূজা অর্চনাও করতে পারবে না। এই কারণেই কেউ কুষ্ঠ রোগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠলে, সমাজে ফিরে আসতে হলে যাজকদের দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে। তাই যিশু লোকটিকে বলেছেন যাজককে গিয়ে দেখাও।

যাদের কুষ্ঠ রোগ হয়, তারা সমাজে বসবাস করার যোগ্যতা হারায়। তারা সমাজের মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে পারে না। তাদের আলাদা কোন একস্থানে থাকতে তো যেখানে শুধু কুষ্ঠ রোগীরাই থাকবে। নিত্যান্তই যদি কোন কারণে তাকে রাস্তায় বের হতে হতো, তাহলে সারা শরীর ছেড়া কাপড় দিয়ে ঢাকতে হতো এবং কোন মানুষ যেন তার সংস্পর্শে না আসে তাই নিজেকে অশুচি বলতে হয়। তাই যখন তারা কোন রাস্তায় দিয়ে হেঁটে যেতো তখন তারা জোরে চিৎকার করে বলতো অশুচি অশুচি এবং সঙ্গে ঘন্টা বাজাতো যেন সুস্থ কেউ তাদের সংস্পর্শে না আসে।

আমরা যখন সুস্থ থাকি, আমাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, তখন আমাদের বন্ধুরা আমাদের পাশে আসে, আমাদের সঙ্গ দেয়, সঙ্গে থাকে আমাদের সঙ্গে গল্প করে, সময় কাটায়, আমাদের স্পর্শ করে, আঙ্গুল ধরে, পিঠে হাত বুলায়, কোলাকোলি করে, আমাদের সঙ্গে থাকতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। কিন্তু আমরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন আমরা মনে মনে আমাদের পরিবারের সদস্য, বন্ধু, আত্মীয় পরিজনের সঙ্গ কামনা করি; এবং তারাও আমাদের কাছে আসে, কিন্তু যদি আমাদের এমন কোন রোগ হয় যা ছোঁয়চে, যা সমাজের কাছে অশুচি, গ্রহণ যোগ্য নয়, যা খুবই ভয়াবহ তখন কি হয়? উদাহরণস্বরূপ ধরা যায় কিছু বছর আগে এইচ আই ভি এইড্স কিংবা অতি সম্প্রতি করোনা ভাইরাস! এই রকম কিছু রোগ যা আমাদেরকে অন্য মানুষের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলে, নিঃসঙ্গ করে দেয়। আমরা তখন অসহায় হয়ে পড়ি।

আমরা লক্ষ্য করি, আজকের মঙ্গলসমাচারে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত রোগীটি যিশুর কাছে এসে বলেছে- 'আপনি চাইলে আমাকে সারিয়ে তুলতে পারেন'। সে কোন অভিযোগ করেনি, তার অসুস্থতার জন্য কাউকে দায়ী করেনি, কোন অলৌকিক নিদর্শনও দেখতে চায়নি, কোন অধিকার আদায়ের চেষ্টাও করেনি, শুধু সুস্থ হতে চেয়েছে। সে জানে যে, যখন সে সুস্থ হয়ে উঠবে তখনই সে সকল কিছু ফিরে পাবে। সে শুধু শারীরিকভাবেই সুস্থ হবে তা নয়, কিন্তু সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, ধর্মীয় দৃষ্টিতেও শুচি হবে। সে একজন স্বাধীন মানুষ হয়ে, সকলের সঙ্গে সব কিছুতে অংশগ্রহণ করার অধিকার লাভ করবে।

কুষ্ঠ রোগীটির সদ্-ইচ্ছা, সুস্থ হওয়ার ব্যকুল আকাঙ্খা যিশুর হৃদয় স্পর্শ করেছে। তিনি এই লোকটির প্রতি দয়াদ্র হয়েছেন, তার অসহায়ত্ব উপলব্ধি করেছেন, তার প্রতি সহমর্মীতা প্রকাশ করেছেন। তিনি তাকে স্পর্শ করে সুস্থ করেছেন এবং বলেছেন তাই চাই আমি। যিশু কুষ্ঠ রোগীকে স্পর্শ করেছেন, যা তখনকার সমাজের দৃষ্টিতে একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে করা উচিৎ নয়। যিশু এই নিয়ম ভেঙ্গে অশুচিকে স্পর্শ করেছেন; তিনি যে শুধুমাত্র তাকে স্পর্শ করে সুস্থ করেছেন তা নয়, কিন্তু তিনি তার সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, তাকে মানবীয় মর্যাদা দিয়েছেন। যিশু এই রোগীকে স্পর্শ করার মধ্যদিয়ে আমাদের বলেন যে, কোন রোগ ব্যাধি মানুষকে অশুচি করে না। কোন রোগ মানুষকে প্রার্থনা, উপাসনা কিংবা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য অনুপযুক্ত করে না। বরং একজন রোগীর জন্য মানুষের সঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ।

যিশু অসুস্থ লোকটির কাছে গেলেন, তাকে স্পর্শ করলেন, তাকে ঐশ সান্ত্বনা দিলেন। যিশু তাঁর এই কাজ দ্বারা লোকটিকে সম্মান দিলেন, মর্যাদা দিলেন। আসলে কুষ্ঠ রোগ থেকে সুস্থতা মানে শুধু মাত্র রোগ থেকে শারীরিক নিরাময় নয়। এ হলো এক প্রকার নতুন জীবন লাভ। এ হলো স্বাধীনতা। কারণ কুষ্ঠ রোগীরা সমাজের সকল প্রকার অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। সমাজের চোখে তারা পাপী, অশুচি। তাই নিরাময় মানে হলো স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া, অধিকার লাভ করা, সমাজে স্বীকৃতি লাভ করা। পরিবার বন্ধু, আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরে যাওয়া। মণ্ডলীতে ফিরে আসার নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়।

আমরাও নানা ভাবে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, আমাদের মধ্যে আছে আধ্যাত্মিক কুষ্ঠ, সামাজিক কুষ্ঠ, নৈতিক কুষ্ঠ রোগ। আমাদের নিরাময় প্রয়োজন। আবার, আমরাও কতবার কত মানুষকে অশুচি বলে পরিগণিত করি। তাদের বিভিন্ন সুযোগ হতে বঞ্চিত করি কত অজুহাতে। আমাদের উচিৎ যিশুর মতো উদার মন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া তাদের স্পর্শ করা এবং সমাজে, মণ্ডলীতে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনা।

আমরা যদি আমাদের কুষ্ঠরূপ নানা রোগ হতে সুস্থ হতে চাই তাহলে আমাদেরও সেই কুষ্ঠ রোগীর মত যিশুর কাছে এসেছে, সুস্থ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে। সম্পূর্ণ রূপে আত্মা সমর্পন করে বলতে- 'আমি নিরাময় হতে চাই'!

যিশু আমাকে আমাকে স্পর্শ করতে, নিরাময় করতে অপেক্ষায় আছেন। আসুন আমরা যিশুর কাছে যাই এবং সুস্থ হই। নিজেরা সুস্থ হয়ে অসুস্থদের পাশে দাঁড়াই। আমাদের পরিবারে অসুস্থ, বয়োজেষ্ঠ, তাদের কথা শুনি, তাদের সঙ্গ দেই, একাকীত্ব থেকে তাদের মুক্ত করি। এবং যিশুর মত আমাদের স্পর্শ দ্বারা তাদের সান্ত্বনা দেই। রোগীদের প্রতি যত্নশীল হই॥

৩২তম বিশ্ব রোগী দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

"মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়"
সম্পর্ক নিরাময়ের দ্বারা রোগীদের নিরাময়

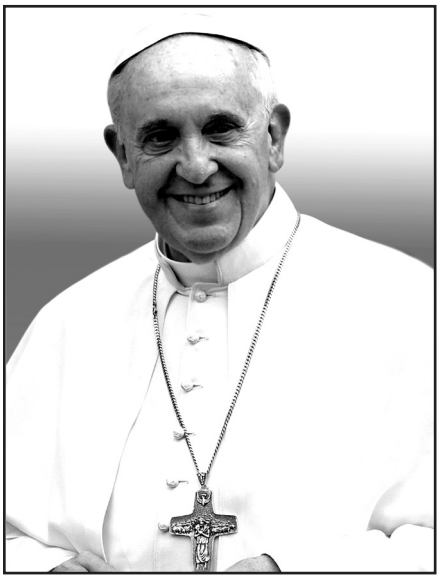

"মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়" (*দ্র: আদি ২:১৮*)। সূচনালগ্ন থেকেই ঈশ্বর, যিনি নিজেই ভালোবাসা, তিনি আমাদেরকে মিলন-বন্ধনের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কে প্রবেশের সহজাত সক্ষমতা দিয়ে আচ্ছাদিত করেছেন। পবিত্র ত্রিত্বের চিত্রে প্রতিফলিত আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা আদান-প্রদানের আবর্তের মধ্যদিয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করা। আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল যেন একা নয় বরং আমরা একত্রে থাকতে পরি। মিলন-বন্ধনের এই প্রকল্প মানব হৃদয়ে এতটা গভীরে প্রোথিত থাকার ঠিক এই কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, পরিত্যাজ্য হওয়ার ও বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতাকে আমরা ভয়ানক, বেদনাদায়ক এমনকি অমানবিক কিছু বলে মনে করি। এমনটি আরো বেশি ঘটে থাকে ঝুঁকিপূর্ণ, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার অবস্থাকালে আর প্রায়শই তা একটি গুরুতর অসুস্থতার সূত্রপাতে ঘটে থাকে।

এক্ষেত্রে, আমি সেই সমস্ত লোকদের কথা স্মরণ করি যারা কোভিড ১৯ মহামারির সময়ে ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতার মাঝে নিজেদেরকে দেখতে পেয়েছেন: সেই সব রোগীরা যারা শুধু দর্শনার্থীদের দেখা করতে পারেননি, সেই সাথে অনেক নার্স, চিকিৎসক এবং সেবাকর্মীগণ যারা কর্মভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং জনবিচ্ছিন্ন ওয়ার্ডে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। প্রকৃতিগতভাবে, আমরা সেইসব ব্যক্তিদের স্মরণ করতে ব্যর্থ হতে পারি না যাদের মৃত্যুর শেষ ক্ষণটা একলা মোকাবেলা করতে হয়েছিল, তারা স্বাস্থ্য-সেবাকর্মীদের সহায়তা পেয়েছিলেন কিন্তু তাদের পরিবার থেকে অনেক দূরে ছিলেন।

আমি কষ্টের সঙ্গে সেইসব ব্যক্তিদের সহ্য করা কষ্ট-যন্ত্রণা ও বিচ্ছিন্নতার কথাও সহভাগিতা করি যারা যুদ্ধ ও এর করুণ ফলশ্রুতির কারণে সাহায্য ও সহযোগিতাহীনভাবে পড়ে আছেন। যুদ্ধ হলো সবচেয়ে ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি, আর যারা সবচেয়ে দুর্বল-ভঙ্গুর অবস্থায় আছেন এটা তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি কিছু ছিনিয়ে নেয়।

একই সময়ে, এটা বলা প্রয়োজন যে, এমনকি যেসমস্ত দেশ শান্তি ও অনেক সম্পদ উপভোগ করে থাকে সেখানেও বিচ্ছিন্নতার মাঝে বৃদ্ধ বয়স ও অসুস্থতা প্রায়শই অনুভূত হয়, আর কখনো কখনো পরিত্যাজ্য অবস্থার মধ্যেও তা অনুভূত হয়। এই কুৎসিত বাস্তবতা হলো প্রধানত: আত্মকেন্দ্রিকতাবাদের সংস্কৃতির এক ফলশ্রুতি যা যেকোন মূল্যে উৎপাদনশীলতার জয়গান করে, দক্ষতার কল্পকাহিনীর চর্চা করে, আর এমনকি নির্মমভাবে নিজেকে উদাসীন প্রমাণ করে যখন এক একজন ব্যক্তির নিজেদের গতি বজায় রাখার আর কোন শক্তি থাকে না। তখন এটা ছুড়ে ফেলে দেয়ার সংস্কৃতিতে পরিণত হয়, যেখানে "ব্যক্তিবর্গকে আর যত্ন ও সম্মান করার সর্বোত্তম গুরুত্ব হিসেবে দেখা হয় না, বিশেষভাবে যখন তারা দরিদ্র বা অক্ষম, 'আর কোন কাজের নয়'- জন্ম না নেয়া শিশুর মতো বা 'আর প্রয়োজন নেই'ধরনের- প্রবীণদের মতো" (*ভ্রাতৃসকল, ১৮*)। দুঃখজনকভাবে, এই ধরনের চিন্তাধারা কিছু কিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকেও পরিচালিত করে যা মানব-ব্যক্তির মর্যাদা এবং তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখে না আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন সুস্বাস্থ্যের ও স্বাস্থ্যসেবা লাভের মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারে সেজন্য সর্বদা প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল ও সম্পদের পরিচালনা করে না। দুর্বল-ভঙ্গুরদের পরিত্যাগ করা এবং তাদের বিচ্ছিন্নতা আরও সমর্থন পায় যখন স্বাস্থ্যসেবা নিছক পরিষেবা প্রদানে হ্রাস পায় আর চিকিৎসক এবং রোগী ও তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোন "থেরাপিগত সন্ধি"র দ্বারা সঙ্গ লাভ করে না।

আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে যদি আমরা আর একবার বাইবেলের এই বাণী শুনি: "মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়"! ঈশ্বর সৃষ্টির শুরুতে এই কথাগুলো বলেছিলেন আর এইভাবে মানবজাতির প্রতি তাঁর প্রকল্পের গভীর অর্থ আমাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু একই সময়ে, পাপের মরণ আঘাত সন্দেহ, চিড় ধরানো, বিভেদ আর তার ফলশ্রুতিতে বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিয়ে জগতে প্রবেশ করেছিল। পাপ মানুষকে ও তার সমস্ত সম্পর্ককে আক্রমন করে: ঈশ্বরের সঙ্গে, তাদের নিজেদের সঙ্গে, অন্যদের সঙ্গে, সৃষ্টির সঙ্গে। এমন বিচ্ছিন্নতা আমাদের জীবনের অর্থ ধারণ করতে ব্যর্থ করে দেয়: এটা ভালোবাসার আনন্দ কেড়ে নেয় আর আমাদেরকে জীবনের সকল কঠিন পথে একাকীত্বের নিষ্পেষণের অভিজ্ঞতা করায়।

প্রিয় ভাই-বোনেরা, যেকোন অসুস্থতার জন্য সর্বপ্রথম যে ধরনের যত্ন প্রয়োজন তা হলো সহমর্মী ও ভালোবাসাময় নৈকট্য। এভাবে রোগীদের যত্ন করার অর্থ হলো সর্বোপরি আমাদের সম্পর্কসমূহের যত্ন করা, সব ধরনের সম্পর্ক: ঈশ্বরের সঙ্গে, অন্যদের সঙ্গে- পরিবারের সদস্য, বন্ধুবর্গ, স্বাস্থ্যসেবাকর্মী, সৃষ্টির সঙ্গে এবং আমাদের নিজেদের সঙ্গে। এটা কি করা সম্ভব? হ্যাঁ, এটা

করা সম্ভব এবং আমাদের সকলকে নিশ্চিত করতে হবে যেন এমনটা ঘটে। আসুন আমরা উত্তম সামারীয়ের অন্যন্য দৃশ্যের দিকে তাকাই (*দ্র: লুক ১০:২৫-৩৭*), তিনি যে থেমে অন্য একজন ব্যক্তির কাছে যেতে পেরেছিলেন সেই দিকে তাকাই, সেই যে কোমল ভালোবাসা যারা দ্বারা তিনি একজন যন্ত্রণাভোগী ভাইয়ের ক্ষতসমূহের যত্ন করেছিলেন সেই দিকে তাকাই।

আসুন আমরা জীবনের কেন্দ্রিয় সত্য স্মরণ করি: আমরা এই জগতে এসেছি কারণ কেউ আমাদের স্বাগতম জানিয়েছে; আমাদের জন্ম হয়েছে ভালোবাসার জন্য; আর আমরা মিলন ও ভ্রাতৃত্বের জন্য আহূত। জীবনের এই দিকটাই আমাদেরকে টিকিয়ে রাখে, সর্বোপরি আমাদের অসুস্থতা ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়। আমরা যে সমাজে বাস করি সেই সমাজের অসুস্থতাসমূহ নিরাময়ের জন্যও এটাই একাধারে সেই প্রথম থেরাপি যা আমাদেরকে অবশ্যই ধারণ করতে হবে।

আপনাদের যারা যারা অসুস্থতার অভিজ্ঞতা করেছেন, তা হোক ক্ষণিকের বা দীর্ঘস্থায়ী, আপনাদেরকে আমি বলব: আপনারা নৈকট্য ও কোমলতা লাভের আকাঙ্ক্ষার জন্য কখনো লজ্জিত হবেন না! এই বিষয়টা লুকাবেন না, আর কখনো ভাববেন না যে আপনি অন্যদের জন্য একটি বোঝা। অসুস্থতার অবস্থা আমাদের সবার কাছে আবেদন জানায় যেন আমরা আমাদের জীবনের ব্যস্ত গতি থেকে পিছু পা হয়ে নিজেদেরকে পুনঃআবিষ্কার করতে পারি।

যুগ পরিবর্তনের এই সময়ে, আমাদের খ্রিস্টানদের কাছে বিশেষ আহ্বান হলো যিশুর সহমর্মীতাপূর্ণ দৃষ্টি ধারণ করা। যারা একাকীত্বে যন্ত্রণা ভোগ করছে আসুন আমরা তাদের যত্ন করি, তারা হয়তো একপ্রান্তে পড়ে আছে এবং তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। প্রার্থনার সময়ে, বিশেষভাবে খ্রিস্টযাগের সময়ে খ্রিস্টপ্রভু আমাদের উপরে যে পারস্পরিক ভালোবাসা বর্ষণ করেন সেই ভালোবাসা দিয়ে আসুন আমরা নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতার ক্ষতের যত্ন করি। এভাবেই আমরা ব্যক্তিসাতন্ত্রবাদ, উদাসীনতা ও অপচয়ের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহযোগিতা করব এবং কোমলতা ও সহমর্মীতার সংস্কৃতি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবো।

অসুস্থ ব্যক্তি, ঝুঁকিগ্রস্থ ব্যক্তি ও দরিদ্র জনগণ মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে; তারা যেন অবশ্যই আমদের মানবিক বিচার-বিবেচনা ও পালকীয় মনযোগের কেন্দ্রেও অবস্থান করে। আমরা যেন কখনো এই বিষয়টা ভুলে না যাই! আসুন আমরা রোগীদের স্বাস্থ্য, পরম পবিত্রা কুমারী মারীয়ার কাছে নিজেদেরকে তুলে ধরি, যেন তিনি আমাদের জন্য অনুনয় করেন এবং নৈকট্য ও ভ্রাতৃপ্রতীম সম্পর্কের কারিগর হয়ে ওঠতে আমাদেরকে সাহায্য করেন।

রোমের সাধু জন লাতেরান মহামন্দির থেকে, ১০ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টব্দে

+ পোপ ফ্রান্সিস

ভাষান্তর : ফাদার তুষার জেমস গমেজ

লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
স্থাপিত : ৪-৪-২০০২ খ্রী:, রেজি. নং-১৯৮/২০০৮
৬১/১ সুবাস বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।
ফোন : ৯৫৫৭০৮৩

LCCCUL Estd. 2002

Luxmibazar Christian Co-operative Credit Union Ltd.
Estd. : 4-4-2002, Reg. No. 198/2008
61/1 Subash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Tel : 9557083

স্মারক নং ঃ lcccultd./নির্বাচন-০১/২৪১/২৪ তারিখ: ০৭/০২/২০২৪

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:" এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর ব্যবস্থাপনা কমিটির বিগত **০৬/০২/২০২৪ইং** তারিখের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী **০৫/০৪/২০২৪ইং** তারিখ, রোজ-শুক্রবার ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর কার্যালয়ে (৬১/১, সুবাস বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, থানা- সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০) **বিকাল ৩:০০টা হতে বিকাল ৬:০০টা পর্যন্ত** বিরতিহীনভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির নোটিশ মোতাবেক অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ সাধারণ সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন/২০২৪ উপলক্ষে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে উপ-আইনের ১৮ ধারা অনুযায়ী ১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ১(এক) জন ভাইস চেয়ারম্যান, ১(এক) জন সেক্রেটারী, ১(এক) জন ম্যানেজার, ১(এক) জন ট্রেজারার ও ০৭(সাত) জন ডিরেক্টর সহ সর্বমোট ১২(বার) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উপ-আইনের ৪১ (ক) ও (খ) ধারা অনুযায়ী ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট ক্রেডিট কমিটি ১(এক) জন চেয়ারম্যান, ১(এক) সেক্রেটারী ও ১(এক) সদস্য এবং সুপারভাইজার কমিটির ১(এক) চেয়ারম্যান, ১(এক) সেক্রেটারী ও ১(এক) সদস্য-দের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আগ্রহী প্রার্থীগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় নিয়ম-কানুন ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর কার্যালয়ে দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাচনী কমিটির নিকট থেকে যথাসময়ে জানা যাবে।

উক্ত নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভার কাজে অংশগ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ করা হইল।

আলোচ্যসূচী
১ম পর্ব : নির্বাচন, বিকাল ৩:০০ টা হতে বিকাল ৬:০০ টা পর্যন্ত।
২য় পর্ব : বিশেষ সাধারণ সভা, সন্ধ্যা ৭:০০ টায়।

(দীপক আগষ্টিন পিউরিফিকেশন)
চেয়ারম্যান
লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

(রিপন জেমস কস্তা)
সেক্রেটারী
লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:
১। সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা, ঢাকা।
২। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, থানা-সূত্রাপুর, ঢাকা।
৩। অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নোটিশ বোর্ড।
৪। দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লি:, ঢাকা।

বিজ্ঞ/৩২/২৩

প্রায়শ্চিত্তকাল: ঐশরাজ্যের পথে আমাদের জীবন নবায়নের কাল

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

পবিত্র ভস্ম বুধবার। প্রায়শ্চিত্ত ও তপস্যাকালের প্রবেশদ্বার। এদিনে আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ আমাদের কপালে ভস্ম বা ছাই মেখে আমাদের দুর্বল স্বভাবের কথা চিন্তা করি। চিন্তা করি আমরা মাটির মানুষ; আমাদের দেহ নশ্বর কিন্তু আত্মা অমর। তাই এই সময়ে এক নতুন জীবন লাভের প্রত্যাশায় অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত ও মন পরিবর্তন দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করি। আর এর মধ্যদিয়ে উপলব্ধি করি ঈশ্বরের পরাক্রমশালী ভালোবাসা। খ্রিস্টমণ্ডলীতে আমাদের হৃদয় ও মন পরিবর্তনের জন্য ভস্ম বা ছাইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তপস্যাকালের শুরুতেই ভস্ম বুধবারের সময় আমাদের প্রস্তাব করা হয় প্রার্থনা, ভিক্ষাদান বা সেবাকাজ ও উপবাস পালন; এই তিনটি তপস্যামূলক ধর্মক্রিয়া পালন করে আমরা যেন সার্থকভাবে নিস্তার পর্ব পালন করতে পারি। আর ঈশ্বরের সেই শক্তি লাভ করতে পারি, যে শক্তির বিষয়ে নিস্তার রজনীর জাগরণী বন্দনাতে বলা হয়: "এই শক্তি সমস্ত দুষ্কর্ম দূর করে, সমস্ত পাপ বিধৌত করে; পতিত মানুষকে নির্মল ক'রে তোলে, দুঃখক্লিষ্টকে ফিরিয়ে দেয় আনন্দ, সকল হিংসা-বিদ্বেষ বিতাড়িত ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, চূর্ণ করে আমাদের অহংকার।"

মুক্তির ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ভস্মের গুরুত্ব: মুক্তির ইতিহাসে তথা আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানাদিতে ভস্মের ব্যবহার প্রচলিত। ভস্ম ব্যবহারের মূলত দু'টি উদ্দেশ্য- অনুতাপসহ প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধিকরণ। প্রাক্তন সন্ধির গণনা পুস্তকের ১৯ অধ্যায়ে পরমেশ্বর পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও শুচিকরণার্থে মোশী ও তার ভাই আরোনের মাধ্যমে যাজক এলিয়েজারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন ভস্ম ও জলের মিশ্রণ জনগণের উপর ছিটিয়ে দেয়া হয়। বিধবা ভক্ত নারী জুডিথ তার দেশবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মাথায় ভস্ম মেখেছিলেন। প্রবক্তা যোনা'র পুস্তকে ৩ অধ্যায়ে দেখা যায়, নিনীভের মানুষ সমস্ত শরীরে ভস্ম মেখে ও ভস্মের গাদায় বসে সম্মিলিতভাবে আপন আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। নব সন্ধিতে আমরা ভস্ম বা ছাইয়ের ব্যবহার দেখতে পাই, "হায়রে তুমি, খোরাজিন! হায়রে তুমি, বেথসাইদা! কারণ তোমাদের ওখানে যে সমস্ত অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, তা যদি তুরস ও সিদোনেই করা হত, তাহলে সেখানকার লোকেরা অনেক দিন আগেই চটের কাপড় পরে আর ছাই মেখে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসত, তাদের মতিগতিও পাল্টাত" (*লুক ১০:১৩*)! এমনিভাবে ছাইয়ের ব্যবহারের কথা আমরা দেখতে পাই, মথি ১১:২১ এবং হিব্রু ৯:১৩ পদে।

কবি যথার্থই বলেছেন, 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।' ছাইয়ে বা ভস্মে যেমন অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে থাকে তেমনি মস্তকে মূল্যহীন ভস্ম দিলেও এর পিছনে অমূল্য পবিত্রতা, শক্তি, অনুতাপ ও দয়া প্রভৃতি লুকিয়ে থাকে। আবহমান বাংলার প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই এক সময় ছাই দিয়ে থালা-বাসন পরিষ্কার করা হতো; আজও তা প্রচলিত আছে। তেমনি তপস্যাকালে আমাদের কপালে ক্রুশাকারে ছাই মেখে পরিষ্কার বা শুদ্ধতা; তথা পবিত্রতার দিকে আমরা বিশেষ যাত্রা করি। আমরা কপালে ছাই মেখে নিজেকে যৎসামান্য শাস্তি দিয়ে বুঝতে চাই যে- আমরা দুর্বল, পাপী, অসহায় ও মাটি থেকে জাত। আর এভাবেই নিজেকে আয়ত্বে রেখে আমরা ঈশ্বরকে সম্মান দেখাই। আমাদের জ্ঞাত-অজ্ঞাত পাপের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাই; আবার প্রায়শ্চিত্তের এই শুদ্ধিক্রিয়া পালন করে আমরা তাঁর কাছে ফিরে আসি।

পিতার পরিকল্পনায় তাঁর প্রেরণকাজ আরম্ভ করার পূর্বে প্রভু যিশুখ্রিস্ট ৪০ দিন মরু-প্রান্তরে উপবাস ও প্রার্থনায় সময় অতিবাহিত করেছেন। আমাদের সামনেও রয়েছে প্রায়শ্চিত্তকালের ৪০ দিন। এই ৪০ দিন আমরা প্রভু যিশুর জীবন ও কাজ ধ্যান ক'রে, মঙ্গলবাণী পাঠ ক'রে, প্রার্থনা ও ক্রুশের পথ ধরে দয়ার কাজ ক'রে জীবন পরিবর্তন করতে এবং নতুন মানুষ হতে প্রত্যেকেই সুযোগ ও সময় পাই। মঙ্গলবাণী আমাদেরকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। প্রায়শ্চিত্তকালে প্রভু যিশুর যাতনাভোগ ও ক্রুশের পথ আমাদের জন্য এক বিরাট শক্তি। তাই প্রত্যেক উপবাস কালে সকল খ্রিস্টভক্তকে আমন্ত্রণ জানানো হয় নিজ নিজ জীবনে, পরিবারে ও সমাজে অবিরাম যিশুখ্রিস্টকে অনুসরণ করতে; যদিও তাঁকে অনুসরণ করা আমাদের আজীবনের সাধনা।

ভস্ম বুধবার পালন মণ্ডলীর কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সর্বপ্রথম রোমে আনুষ্ঠানিকভাবে ভস্ম বুধবার পালন করা হয়। খ্রিস্টভক্তরা তখন নিজেদের অনুতপ্ত পাপীরূপে স্বীকার ক'রে নিয়ে ভস্ম বুধবারে কপালে ভস্ম লেপন করে প্রায়শ্চিত্তকালের সূচনা করত। মাতামণ্ডলী প্রথম কয়েকটি শতাব্দীতে প্রায়শ্চিত্তকালের সূচনা করত প্রায়শ্চিত্তকালের প্রথম রবিবার থেকে। তবে পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রায়শ্চিত্তকালকে আরও চারদিন বাড়িয়ে অর্থাৎ চারটি রবিবারকে বাদ দিয়ে প্রথম রবিবারের আগের বুধবার থেকে আরম্ভ করা হয় এবং পরবর্তীকালে এই বুধবারই ভস্ম-বুধবাররূপে পরিগণিত হয়েছে। পবিত্র বাইবেলের প্রাক্তন সন্ধিতে প্রবক্তাদের মধ্যদিয়ে ইস্রায়েল জাতিকে মন ফিরাতে ও প্রায়শ্চিত্ত করতে ঈশ্বর যেমন আহ্বান করেছিলেন তেমনি আজও মণ্ডলীর মাধ্যমে তিনি আমাদের প্রতি একই আহ্বান করেন। আমাদের বর্তমান জগত ও জগতের পরিস্থিতি কোন অবস্থায় প্রাক্তন সন্ধির সেই ইস্রায়েল জাতির চেয়ে কম নয়! দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বিগ্রহ, ধনী-দরিদ্রদের ব্যবধান, শোষণ, নির্যাতন, অন্যায়-অন্যায্যতায় পৃথিবী ভরে যাচ্ছে। মানুষ বস্তুতান্ত্রিক মোহ লালসায় গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। জীবন থেকে দিন দিন অন্যায় বা পাপবোধ হারিয়ে ফেলছে। অগণিত মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে। মানুষের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি অবজ্ঞা করছে। পরিবারে ও সমাজে অশান্তি ও অন্যায়ের হাতাহাতি। আমাদের হৃদয় কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়ছে। যা আসলেই শঙ্কার ও ভাবনার বিষয়।

প্রায়শ্চিত্তকালের শুরুতে নিজেদের অসচেতনতার জন্যে অনুতপ্ত হওয়া ও নিজেদেরকে পরিবর্তন করা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যদিয়ে নতুন মানুষ হয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার সময়। ঈশ্বর সব সময় চান ও অপেক্ষায় থাকেন আমরা যেন ভুল পথে গেলেও পুনরায় তাঁর পথে ফিরে আসি। ঈশ্বর দয়ালু, তিনি প্রতিশোধ নেন না, তিনি মানুষকে ভালোবাসেন। তারই প্রমাণস্বরূপ অদ্বিতীয় আপন পুত্রকে তিনি দান করেছেন আমাদেরই মুক্তির জন্যে। আমরা পাপ করে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। তাই আমাদেরই দায়িত্ব নিজেদেরকে পাপী বলে স্বীকার করা এবং বিশ্বাস ভরে পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়া। ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসা ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদের সামনে তিনটি উপায় রেখেছে। সেই সান্নিধ্য লাভের জন্য আমাদের একনিষ্ঠভাবে প্রার্থনা, উপবাস বা আত্ম-সংযম ও ভিক্ষাদান বা দয়ার কাজ করতে হবে। এই তিনটি তপস্যামূলক ক্রিয়া পালন করলে আমরা জীবনকে নতুনরূপে সাজাতে ও প্রকাশ করতে পারব।

একনিষ্ঠ প্রার্থনা ও মন পরিবর্তন: প্রভু যিশুর সান্নিধ্য লাভের মূলমন্ত্র হলো অনবরত মন পরিবর্তন ও প্রার্থনা। কেননা এর মাধ্যমে আমরা যিশুর উপস্থিতি আমাদের অন্তরে উপলব্ধি করি। প্রার্থনা শুধু মুখের ভাষা নয়; এটি একটি আত্মিক সম্পর্ক, প্রেমপূর্ণ সংলাপ এবং কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়া। যিশুখ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। তিনি প্রার্থনার মাধ্যমে অসুস্থ মানুষকে সারিয়ে তুলেছেন। আজও আমরা প্রার্থনা করার মাধ্যমে আশ্চর্য কাজ দেখতে পাই। বিভিন্ন ব্যক্তি প্রভু যিশুর কাছে ভক্তিভরে প্রার্থনা করলে তার ফল পেয়ে থাকে। প্রার্থনা মানুষের জীবনে দান করে সত্য দৃষ্টি ও সঠিক মূল্যবোধ। সাধু আগষ্টিন বলেন, "যারা প্রার্থনা করতে শেখেন, তারা জীবনযাপনও করতে শেখেন।" প্রার্থনা শুধু নিজের জন্য নয় বরং প্রতিবেশি ভাইবোনদের জন্যও আমাদের প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

প্রার্থনায় উপবাস বা ত্যাগস্বীকারের দিকটি আমরা দুইভাবে বিবেচনা করতে পারি; প্রথমত, প্রার্থনা হলো চিন্তার, কথার ও ত্যাগস্বীকারের উপবাস। ধ্যান-প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের ও ভাইবোনদের কথা স্মরণ করতে করতে আমাদের অন্তরের সমস্ত হিংসা, ঘৃণা ও অহংকার, অমঙ্গল চিন্তা দূর করার শক্তি লাভ করি, ধীরে ধীরে সেগুলো ত্যাগ করি। তাতে আমাদের অন্তরের চিন্তা ও কথা মার্জিত, পরিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র হতে থাকে। সেই সাথে আমাদের মুখের কথাও হয়ে ওঠে মার্জিত, পরিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। দ্বিতীয়ত, প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বর ও মানুষের সাথে অন্তরে একাত্ম হওয়া। আমরা প্রায়শই ঈশ্বর ও মানুষের সাথে এক হওয়ার কথা ভাবি। তবে নিজের অনেক কিছু পরিত্যাগ করতে না পারলে, ঈশ্বর ও মানুষের সাথে অন্তরে একাত্ম হওয়া অনেক কঠিন। সেখানে নিজের দিক থেকে যথেষ্ট ত্যাগের প্রয়োজন আছে। কেননা আত্মত্যাগী হৃদয়ই প্রার্থনাশীল হৃদয়। আর প্রার্থনাশীল হৃদয় ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য সর্বদা ব্যাকুল।

আত্মসংযম বা উপবাস: মহাচার্য সাধু বাসিল বলেন, "উপবাস করার আদেশ হল স্বর্গোদ্যানবাসী আদি মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রথম আদেশ। ঈশ্বর যখন আদমকে বলেছিলেন, তুমি কিন্তু মাঝখানের ভালমন্দ গাছের ফল খাবে না! কোনদিন তা খেলে মরবেই মরবে। আর এখান থেকে বুঝা যায় যে, ঈশ্বর স্বর্গোদ্যানবাসী মানুষকে প্রথম বারের মতো উপবাস ও তপস্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন।" আমরা যেহেতু সকলে পাপে ভারাক্রান্ত সেহেতু আমাদের জন্য উপবাস করা হল ঈশ্বরের দেওয়া এমন এক উপায় যা নিয়ে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়তে পারি। পবিত্র বাইবেলের প্রাক্তন সন্ধিতে, বিভিন্ন সময়ে প্রবক্তারা ইস্রায়েল জাতিকে কোন কাজ করার আগে উপবাস করার আদেশ দিতেন। নবসন্ধিতে প্রভু যিশুখ্রিস্ট নিজেই চল্লিশ দিন মরুভূমিতে উপবাস পালন করেছিলেন। শিষ্যচরিত গ্রন্থেও এই কথা বলা হয়েছে যে, প্রথম সারির খ্রিস্টবিশ্বাসীরা বার বার উপবাস পালন করত। পরে মণ্ডলীর মহাচার্য ও পিতৃগণও এই শিক্ষা দিয়েছেন, উপবাস পালনের মধ্যে শক্তি রয়েছে; যা পাপকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ঈশ্বরের কাছে যাবার পথ উন্মুক্ত করে।

প্রতিটি যুগের সাধু-সাধ্বীরাও নিজেরা উপবাস পালন করতেন এবং অন্যান্যদেরকেও তা করতে উৎসাহ দিতেন। চতুর্থ শতাব্দীর মহাচার্য সাধু পিতর খ্রীসোলোগ লিখেছেন, 'উপবাস হল প্রার্থনা সাধনার প্রাণ আর দয়া হল উপাসনায়। তাই তোমরা যদি সার্থক প্রার্থনা করতে চাও, তবে উপবাস কর আর যদি সার্থক উপবাস করতে চাও তবে দয়া কর, যদি চাও ঈশ্বর তোমাদের মিনতি শুনুক তবে তোমরা অপরের মিনতি শোন।' উপবাস একজন মানব ব্যক্তির আত্মা ও শরীরের মধ্যে ঐক্য সাধন করে; পাপ এড়িয়ে প্রভুর সঙ্গে সংযুক্ত রাখতে সাহায্য করে। উপবাস হল অন্তরের পবিত্রতা। উপবাস মানে শান্তি ও ন্যায্যতা স্থাপনের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসা। উপবাস হল দুঃস্থ দুর্বলদের সহায় হওয়া আর লোভ, কাম, ক্রোধ, শোষণ, ভাওতাবাজিতা, পক্ষপাতিত্ব ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে দূরে থাকা। উপবাস কেবল না খেয়ে থেকে বা খাওয়া দাওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা নয় বরং উপবাস হৃদয় পরিবর্তনের ব্যাপার। প্রায়শ্চিত্তকালে উপবাস বা রোজা রাখার জন্য আমি যদি না খেয়ে থাকি কিন্তু আমার জীবন-যাপন ও আচার-ব্যবহার যদি সুন্দর না হয়; তবে কোন মূল্য নেই সেই না খেয়ে থাকার। তখন সেই না খেয়ে থাকা কোন পুণ্যকর্ম না হয়ে, হয়ে ওঠে কৃপণতা! উপবাস ও আত্ম-সংযম আমাদের সমস্ত জীবনটা সুশৃঙ্খলিত করে। সেই জন্য আমরা এবারে একটু ভিন্ন মাত্রায় উপবাস করে দেখতে পারি।

তাই আসুন শুধু খাবার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেই নয় বরং আমাদের ভিতরের সঞ্চিত সমস্ত রাগ, ক্রোধ ও ঘৃণার মনোভাব পোষণ না করে উপবাস করি এবং অন্যকে নিজের মত ভালোবাসি। ভুল-ত্রুটির ক্ষেত্রে নিজের দিকে না তাকিয়ে সবকিছুতে কেবল অন্যের দোষারোপ ও বিচার করার ক্ষেত্রে উপবাস করি এবং অন্যকে বুঝতে চেষ্টা করি। জীবনের হতাশ ও নিরুৎসাহী থাকা থেকে উপবাস করি এবং সর্বদা ইতিবাচক ও মঙ্গলজনক মনোভাব পোষণ করি। সকল প্রকার অভিযোগ থেকে বিরত থেকে উপবাস করি এবং নিজ নিজ কাজে নিবিষ্ট থাকি। সকল অপমান, অসন্তুষ্টি ও তিক্ততা থেকে উপবাস করি এবং যারা বিগত জীবনে আঘাত বা কষ্ট দিয়েছে তাদেরকে ক্ষমা সুন্দর মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করি। সকল প্রকার অপচয় থেকে উপবাস করি এবং নিঃস্বার্থভাবে দীনদরিদ্র ভাই বোনদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই। প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা যদি এভাবে উপবাস করি, তাহলে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ ও ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হওয়ার আনন্দ উপভোগ করতে পারব।

নিঃস্বার্থভাবে ভিক্ষাদান ও দয়ার কাজ: ভিক্ষাদান বা দয়া হল উপবাসের জীবন-রস। দয়া যেন প্রেমের উপবাস। প্রেম আমাদের সমস্ত আবেগ-অনুভূতির রসস্বরূপ; যা কত সময় কতভাবে আমরা অমার্জিত, অপরিচ্ছন্ন ও অপবিত্রভাবে প্রকাশ করি। যা শেষে আমাদেরকে গ্রাস করে, অন্যকে তুচ্ছ করে, এমনকি ধ্বংস করার রাজ্যে নিয়ে যায়। মন্দতার প্রভাব থেকে মুক্তি লাভের অন্যতম উপায় হল দয়া। যাদের প্রতি ভালোবাসা দেখানো ব্যাপারে আমরা দূরে থাকি; দয়ার কাজ দ্বারা আমরা তাদের কাছে যেতে পারি। আসলে আমরা যখন অন্যকে কোন কিছু দান করি, তখন আমাদের অবশিষ্ট কোন কিছু তাকে দান করি না বরং যা দিয়েছি তা তার প্রাপ্য ছিল। এই জগতে কোন কিছুই আমাদের নিজের নয়। নিজেকে নিয়ে, নিজের জীবনকে নিয়ে, নিজের কাজকে নিয়ে আমরা কত বাহাদুরি করি; অথচ এর কোনটাই আমাদের নিজের নয়। আমরা নিজেরাও নিজের নয়।

কথায় আছে, ফুল আপনার জন্য ফোঁটে না। নদীর জল নদীর নিজের জন্য না। গাছের ফল গাছ খায় না। তাই আসুন আমরা একে অন্যের জন্য জীবন-যাপন করি। একে অন্যের জন্য সহায়ক ও জীবনদায়ক হই। এই মানব জীবনে তা হতে পারলে, আমরা ঈশ্বরের কাছে থাকতে পারব আর ঈশ্বর থাকবে আমাদের কাছে। আমরা এই তপস্যাকালে আমাদের প্রার্থনা, উপবাস এবং দয়ার কাজের মাধ্যমে আমাদের মাণ্ডলিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বর ও মানুষের সাথে আমাদের আত্মিক সংযোগ এবং ঐশরাজ্যের যাত্রাপথে আমাদের জীবনকে নবায়িত ও সুদৃঢ় করে তুলি॥

তপস্যাকাল ও ভস্ম ললাটে জীবনের রূপান্তর ধ্যান

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

তপস্যাকাল জীবনের বসন্তকাল

তপস্যাকাল বা উপবাসকাল হলো দীর্ঘ চল্লিশ দিন ব্যাপী প্রার্থনা, ধ্যান-তপস্যা, উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত সাধনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির বিশেষ কাল বা সময়। ইংরাজি LENT বা-এর কতকগুলো প্রতিশব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে - যেমন: তপস্যাকাল, উপবাসকাল ও প্রায়শ্চিত্তকাল। ইংরাজি LENT শব্দটি এসেছে মূলত একটি লাটিন শব্দ থেকে, যার অর্থ হলো বসন্তকাল।[১] উৎপত্তিগত দিক থেকে উপবাসকাল বা তপস্যাকাল হলো বসন্তকাল (LENT means THE SPRING)। তপস্যাকাল হলো জীবনের বসন্ত, বসন্তকালের প্রস্তুতি ও আনন্দময়তার সাথে বসন্ত উদ্‌যাপন। প্রতি বছর তাই বসন্তকালে বা ইংরেজি এপ্রিল মাসে যিশুর পুনরুত্থান উৎসব পালিত হয়। যিশুর পুনরুত্থান হলো মানবজীবনের নব বসন্তকাল - পুরাতন পাপ-কালিমা ধুয়ে-মুছে দূরে ফেলে দিয়ে, শয়তানের সমস্ত মন্দ কাজ-পরীক্ষা-প্রলোভন পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে, পুনরুত্থিত খ্রিস্টের শক্তিতে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে নব চেতনায় সুন্দর-পবিত্রতার নতুন জীবনে প্রবেশ। এই হলো একজন খ্রিস্টানের জীবনের নব বসন্ত। প্রত্যেক খ্রিস্টানের জন্যে এই নব বসন্তে তার জীবনে ফুটে উঠুক নব পবিত্রতায় ও নব সৌন্দর্যে বিকশিত, পুষ্পিত ও সুগন্ধিত জীবনের মূল্যবোধ, ঈশ্বর-ভীতি, ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেমে ভরপুর নব জীবনের নব বসন্তের জয়যাত্রা।

কীভাবে শুরু হলো চল্লিশ দিন ব্যাপী উপবাসকাল

মূল লাটিন শব্দটি যার অর্থ ছিল বসন্তকাল, তা পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে quadragesima - যার অর্থ হলো চল্লিশ দিন। এই কারণে যিশুর পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী চল্লিশ দিন ব্যাপী সময়টিকে উপবাসকাল, প্রায়শ্চিত্তকাল বা তপস্যাকাল বলা হয়ে থাকে।[২] খ্রিস্টমণ্ডলীর কোন কোন পিতৃবর্গ (Fathers of the Church তথা, পোপগণ) মনে করতেন যে, যে চল্লিশ দিন ব্যাপী উপবাসের একটি প্রৈরিতিক ভিত্তি রয়েছে - অর্থাৎ চল্লিশ দিন ব্যাপী উপবাসের রীতিটি প্রবর্তিত হয়েছিল প্রেরিতশিষ্যদের যুগ থেকেই। পঞ্চম শতাব্দীর খ্রিস্টমণ্ডলীর কোন কোন পিতৃবর্গের লেখার মধ্যেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন, সাধু লিও তার শ্রোতাদের কাছে উপবাস সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বলেছেন যে, "তারা যেন প্রেরিতশিষ্যদের দ্বারা প্রবর্তিত চল্লিশ দিন ব্যাপী উপবাসের রীতিটি যথাযথ ভাবে পালন করে চলেন।"[৩] সাধু যেরোমের লেখার মধ্যেও চল্লিশ দিন উপবাসের রীতিটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪]

উপবাসকাল কি (What is Lent?)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উপবাসকাল বা তপস্যাকাল ('LENT')-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো বসন্তকাল। প্রকৃতির মধ্যে পূর্ণ বিকশিত বসন্তকালে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, যা একটি দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর হয়। আধ্যাত্মিক অর্থে, এই বসন্তকাল হলো আমাদের জীবনের বসন্তকাল। কাজেই, "ইংরেজি 'Lent' শব্দটি এসেছে 'length' যার অর্থ দীর্ঘ। উপবাসকাল, যা বসন্তের প্রবল আলোড়ন উদ্দীপক, তা আমাদের হয়ে ওঠার দীর্ঘায়িত সময়। আমাদের হয়ে উঠতে হবে পূর্ণ রূপে খ্রিস্টের মর্যাদায় উদ্ভাসিত।" (The English word 'Lent' comes from the same root as 'length'. Lent, the time

of spring's first stirrings, is a time for our being lengthened. We are to grow into the full stature of Christ.")।[৫]

উপবাসকাল বা তপস্যাকাল

২০২১ খ্রিস্টবর্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস উপবাসকাল বা তপস্যাকালের বাণীতে বলেছেন যে, উপবাসকাল হলো আমাদের বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসার নবীরণ - আর তা আমাদের এনে দেয় জীবনের রূপান্তর বা পরিবর্তন।[৬] তাই পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, আমরা যেন আমাদের "বিশ্বাস নবীকরণ করি, আশার জল সংগ্রহ করি এবং উন্মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসাকে বরণ করি---"। উপবাসকাল বা তপস্যাকালের হলো জীবনের পরিবর্তন, প্রার্থনায় নিবিষ্টতা এবং আমাদের সম্পদ সহভাগিতার অভিজ্ঞতা করার যাত্রার আহ্বান। "renew our faith, draw from the living waters of hope, and receive with open hearts the love of God. --- "The call to experience Lent as a journey of conversion, prayer and sharing of our goods---."[৭]

কতদিন উপবাস করবো?

কতদিন উপবাস করবো - এটি একটি বড় প্রশ্ন। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় উপবাসকালে উপবাস পালনে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ আছেন যারা প্রায়শ্চিত্ত কালের চল্লিশ দিনই উপবাস করে থাকেন যিশুর অনুসরণে - যিনি নির্জন মরুভূমিতে চল্লিশ দিনরাত্রি ব্যাপী ধ্যান-সাধনা ও উপবাস করেছিলেন। কেউ কেউ উপবাসকালের প্রতি শুক্রবার, আবার কেউ কেউ উপবাসকালের প্রতি বুধবার ও শুক্রবার উপবাস করে থাকেন। এরূপ ব্যক্তিদের আমরা সাধুবাদ জানাই।

যিশুর পুনরুত্থানের পূর্বে কতদিন উপবাস করতে হবে - এই বিষয়ে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কীভাবে যিশুর পুনরুত্থান উৎসব পালন করতে হবে - এই বিষয়ে বিতর্ক সম্বন্ধে সাধু আইরেনিয়াস পোপ ভিক্টরের কাছে তার লেখা পত্রে উল্লেখ করেন যে, "কেউ কেউ মনে করেন যে, তারা এক দিন উপবাস করবেন, অন্যেরা মনে করেন দুই দিন এবং আরো আছেন যারা মনে করেন অনেক দিন; আবার কেউ কেউ মনে করেন চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত উপবাস করতে হবে।" The "some think they ought to fast for one day, others for two days, and others even for several days, while others reckon forty hours both of day and night to their fast…")।[৮] উপবাস সম্বন্ধে বর্তমান নিয়মে বলা হয়েছে যে, লাটিন রীতির কাথলিকগণ, যাদের বয়স ১৮ থেকে ৫৯, তারা ভস্ম বুধবার ও পুণ্য শুক্রবার উপবাস করতে বাধ্য থাকবেন। চৌদ্দ বছরের শিশুরা এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ উপবাসকালের প্রতি শুক্রবার অবশ্যই মাংসাহার ত্যাগ করবে।[৯]

ভস্ম ও ধূলি এবং অনুতাপ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই কিছু ধর্মে ও কৃষ্টিতে প্রায়শ্চিত্ত বা অনুতাপ বা অনুশোচনার চিহ্ন হিসেবে ভস্ম ও ধূলি ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয়ে আসছে। এটি আত্মশুদ্ধি বা জীবন নবায়নের মাধ্যমে পুণ্য অর্জনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় রূপ লাভ করেছে এবং খ্রিস্টীয় উপাসনায়,

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে ও ভক্তিতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে। তাই এটি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, ভস্ম বুধবারে পবিত্র খ্রিস্টযাগে ও উপাসনায় প্রায় শতভাগ খ্রিস্টান ভস্ম বুধবারের পবিত্র খ্রিস্টযাগে যোগদান করে থাকেন। এমনকি, যারা 'দুই দিনের খ্রিস্টান' বা রোববারের খ্রিস্টযাগে/উপাসনায় তেমন বেশি উপস্থিত থাকেন না, তারাও এই দিনটিতে কপালে ভস্ম ধারণের জন্যে ভস্ম বুধবারের পবিত্র খ্রিস্টযাগে ও উপাসনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। ভস্ম বুধবারের ভস্ম অনেকের কাছে অতি পবিত্র বস্তু; এটি মহা মূল্যবান - এই ভস্ম খ্রিস্টানদের কাছে জীবনের নব চেতনার এক পরম শক্তি এবং পবিত্রতার পথে, জীবনের রূপান্তরের জন্যে এক পরম পাথেয়। তাই জীবনের এই নব বসন্তের আগমনে ললাটে বা কপালে পবিত্র ভস্ম ধারণ অনেকের কাছে এক পবিত্র দায়িত্ব এবং সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপনের পথে এক আলোর দিশারী।

অনুতাপ ও প্রায়চিত্তের চিহ্ন হিসাবে ভস্ম ব্যবহারের ইতিহাস

যুগ যুগ ধরে মানুষ তার পাপময় জীবনের জন্যে অনুতাপ-অনুশোচনা ও নব জীবনের চেতনার চিহ্ন হিসেবে ভস্ম বা ছাই এবং (কোথাও বা ধূলি) ব্যবহার করে আসছে। কালক্রমে জীবনের আত্মশুদ্ধির চিহ্ন হিসেবে ভস্ম ব্যবহারের রীতিটি ধর্মীয় কৃষ্টিতে স্থান করে নেয়। তবে "উপাসনায় ভস্ম ব্যবহার ঠিক কখন শুরু হয়েছিল, সেই ধারণায় উপনীত হওয়া এতটা সহজ নয়। এটি সত্য যে, আমাদের খ্রিস্টধর্মের উপাসনার রীতি যা চলে আসছে, তা ইহুদী ধর্মের প্রচলিত রীতি থেকেই এসেছে, যা সিনাগগের উপাসনার রীতিতে আজও পর্যন্ত চলে আসছে।" ("It is not easy to arrive at the foundational concept of the liturgical use of ashes. No doubt our Christian ritual has been borrowed from the practice of the Jewish laws, a practice retained in certain details of Synagogue ceremonial to these day.)।" [১০]

তবে পবিত্র বাইবেলে পুরাতন নিয়মে কারো কৃত পাপের জন্যে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের চিহ্ন হিসাবে ভস্ম বা ছাই ব্যবহারের কিছু উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে ভস্ম শোকের (mourning) চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, শোকার্ত ব্যক্তি ভস্মের উপর বসতো বা গড়াগড়ি দিত; নিজের শরীরের উপরে, মাথার উপরে ভস্ম ছিটিয়ে দিত, বা খাদ্যের সাথে ভস্ম মিশিয়ে দিত। [১১] এখানে পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত অনুতাপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি ও উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

১) যোব ৪২:৬ "তাই, আমার জন্য আমি লজ্জিত। আমি ছাই ও ধূলার মধ্যে দুঃখের সঙ্গে আমার অপরাধ স্বীকার করছি।"

২) বিলাপ ২:১০ "সিয়নের বয়োবৃদ্ধরা --- শান্ত হয়ে মাটিতে বসে থাকেন। তারা তাদের মাথায় ধূলো ছড়ান; তারা চটের কাপড় পড়েন।"

৩) ১ রাজাবলি ২১:২৭

৪) যোনা ৩:৫-৯ নিনিভেবাসীদের মন পরিবর্তন:

প্রবক্তা যোনা নিনিভেবাসীদেরকে তাদের চরম পাপময়তা থেকে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানান। তারা পাপ থেকে মন না ফিরালে ঈশ্বর তাদের পাপের শাস্তি হিসাবে নিনিভেবাসীদের আগুনে ধ্বংস করে দেবেন। এই খবর শুনে স্বয়ং রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠলেন, গায়ের রাজকীয় জামা রেখে চটবস্ত্র গায়ে পরিধান করে ছাইয়ের উপর বসলেন। সমস্ত প্রজারাও তাই করলো। প্রেমময় ও ক্ষমাশীল ঈশ্বর তাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করলেন। **(চলবে)**

স্টাডি ভিসায় আমাদের সাফল্যের কিছু নমুনা

Student Visa -র ক্ষেত্রে Canada, USA, Australia- এ আমাদের সাম্প্রতিক সফলতার কিছু বাস্তব চিত্র :

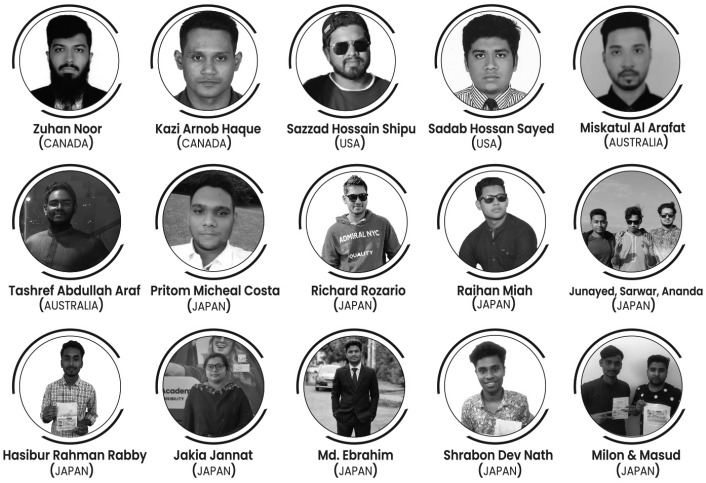

চলো যাই ইউরোপে- Campaign চলছে !

জার্মানীসহ সেনজেনভুক্ত দেশ সমূহে ওয়ার্ক পারমিট ভিসা প্রসেসিং- এর সুবর্ণ সুযোগ চলছে।

* CANADA, USA, AUSTRALIA, UK ছাড়াও JAPAN, SOUTH KOREA সহ ইউরোপের সেনজেনভুক্ত দেশসমূহে স্টাডি ভিসা প্রসেসিং করা হয়।
* CANADA & AUSTRALIA-তে ভিজিট ভিসা ও PNP মাইগ্রেশন ভিসা প্রসেসিং করা হয়।
* খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।

বিগত ২১ বছর যাবৎ আমরা ব্যাপক সফলতার সাথে বিদেশে ভর্তি ও ভিসা সার্ভিস দিয়ে আসছি।

* আমরা CANADA / USA / AUSTRALIA-তে SCHOOLING ADMISSION & VISA প্রসেসিং করি। (Grade I হতে 11 Grade পর্যন্ত)। উক্ত ভিসায় Parents-রাও যেতে পারবেন।

Global Village Academy
YOUR DREAM, OUR RESPONSIBILITY

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E,
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01600-369521
+88 01911-052103

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/৩৩/২৩

ভস্ম দিয়ে নতুন মানুষ হয়ে উঠি

সনি রোজারিও

ভস্ম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, ধূলার দেহ ধূলাতেই মিশে যাবে। আমরা মানুষ হিসেবে দুর্বল। প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে ভুল-ত্রুটি, পাপ করে থাকি। কপালে ভস্ম বা ছাই মেখে আমাদের দুর্বল স্বভাবের কথাগুলো চিন্তা করি। অনুতাপ, মন পরিবর্তন ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নতুন জীবন লাভের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি। আমরা কপালে ছাই বা ভস্ম লেপন করে প্রায়শ্চিত্তকাল শুরু করি। তবে এই কালে প্রধানত দুটি লক্ষ্য রয়েছে, প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধিকরণ। আমাদের পাপপূর্ণ জীবন অবস্থার বহি প্রকাশ হয় ভস্ম দ্বারা এবং পাপ, অপরাধ ও দোষ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। চল্লিশ দিন উপবাস, প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকারের মধ্যদিয়ে আমরা যেমন আত্মশুদ্ধি লাভ করি। তেমনি খ্রিস্টের যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান গভীরভাবে ধ্যান ও উপলব্ধি করি। হয়ে উঠি নতুন মানুষ। সাধু পল বলেন, ''এ নবজীবনের কৃপা যেন আমরা হেলায় না হারাই।''

ভস্ম বা ছাই কোথা থেকে আসে? একি সাধারণত ছাই, না কি বিশেষ ধরনের ছাই? সাধরণ আমাদের মনে এমন প্রশ্ন আসতেই পারে। তবে এ কোন সাধারণ ছাই নয়। প্রতি বছর তালপত্র রবিবারে খেজুর পাতা আশীর্বাদ করা হয়। খ্রিস্টকে বরণ স্বরূপ খেজুর পাতা হাতে নিয়ে আমরা শোভাযাত্রা করে গির্জা ঘরে প্রবেশ করি। খ্রিস্টভক্তগণ সেই খেজুর পাতা নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। অন্যদিকে যেসব খেজুর পাতা থেকে যায়, তা যত্ন সহকারে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। পরের বছর সেই খেজুর পাতা পুড়িয়ে ছাই করা হয়। সেই ছাই আবার আশীর্বাদের মধ্যদিয়ে আমাদের কপালে লেপন করা হয়।

ছাই বা ভস্মের ব্যবহার এসেছে প্রাচীন ইহুদী ঐতিহ্য অনুতাপসহ প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধিকরণ থেকে। আমরা বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দেখি, পরমেশ্বর পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও শুচিকরণার্থে মোশী ও আরোনের মাধ্যমে যাজক এলিয়েজারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন ভস্ম ও জলের মিশ্রণ জনগণের উপর ছিটিয়ে দেয়া হয়। যেন শুচি হয়ে ওঠে (*গণণা ১৯*)। প্রবক্তা যুদিথ তার দেশবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মাথায় ভস্ম মেখেছিলেন (*যুদিথ ৯:১*)। মোরদেকাই নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, চটের কাপড় পরলেন ও মাথায় ছাই মেখে দিলেন (*এস্থার ৪:১*)। আমি উপবাস পালনে, চটের কাপড়ে ও ছাই মেখে প্রার্থনা ও মিনতি করতে করতে প্রভু পরমেশ্বরের দিকে মুখ ফেরালাম (*দনিয়েল ৯:৩*)। নিনিভের লোকেরা প্রবক্তা যোনার কথা বিশ্বাস করল, তারা উপবাস ঘোষণা করল, সকলেই চটের কাপড় পরল। রাজা রাজসজ্জা খুলে চটের কাপড় পরলেন ও ছাইয়ের উপরে বসলেন (*যোনা ৩:৬*)। তাই দেখা যায় ইহুদী জাতি আত্মশুদ্ধি ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ছাই ব্যবহার করতো।

নতুন নিয়মে দেখা যায়, যিশুর অলৌকিক কাজ দেখেও লোকেরা মন ফেরায়নি বলে যিশু ধিক্কার দিয়ে বলেন, হায় রে তুমি, খোরাজি! হায় রে তুমি, বেথসাইদা! তোমার ওখানে যে সমস্ত অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, তা যদি তুরস ও সিদোনেই করা হত, তাহলে সেখানকার লোকেরা অনেক দিন আগেই লোমের কাপড় পড়ে আর ছাই মেখে তাদের মতিগতি পাল্টাত (*মথি ১১:২১; লুক ১০:১৩*)। হিব্রুদের কাছে ধর্ম পত্রে তুলনা করে বলা হয়েছে, ছাগ বা ষাঁড়ের রক্ত কিংবা বকনা বাছুরের দেহভস্ম কলুষিত মানুষের ওপর ছিটানো হলে তা যদি সত্যিই তাকে শুদ্ধ করে তোলে, তাহলে সেই খ্রিস্টের রক্ত আমাদের অন্তরকে আরও কত শুদ্ধই না করে তুলবে (*হিব্রু ৯:১৩*)। আত্মশুদ্ধির বিষয়টি বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

খ্রিস্ট মণ্ডলীতে নতুন গির্জা আশীর্বাদের সময় 'গ্রেগরীয়ান জল' যেখানে জল, দ্রাক্ষারস, লবণ, ও ভস্মের সংমিশ্রণ করা হতো এবং গির্জার ভিতরে ছিটিয়ে দেয়া হতো। প্রায়শ্চিত্তের প্রতীক হিসেবে খ্রিস্টভক্তদের কপালে ভস্ম লেপন করা হয়। ছাই আপাতত দৃষ্টিতে মূল্যহীন বস্তু হলেও বিভিন্ন কাজে এর গুরুত্ব অনেক। যেমন- ময়লা দূর করা, বাসন-কোসন পরষ্কার করা, মাছ কাটা প্রভৃতি কাজে ছাই অপরিহার্য। তবে ভস্ম বুধবারে কপালে ছাই মেখে আমরা পবিত্রতার দিকে যাত্রা করি। কপালে ছাই লেপনের মধ্যদিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে মানুষ হিসেবে আমরা দুর্বল, অসহায়, এই দেহ একদিন মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। তাই আমাদের আত্মোপলব্ধি একান্তভাবে করা উচিৎ।

আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ বড়ই দুর্বল। প্রতিনিয়তই ভুল-ত্রুটি, পাপ করে থাকি। তখন মানুষ ও ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে ভালোবাসেন। তিনি আমাদের সুযোগ করে দেন সত্য ও ন্যায়ের পথে পথ চলতে। তাই আমাদের প্রয়োজন আত্মোপলব্ধি। আর ছাই আমাদের আত্মোপলব্ধি করতে সাহায্য করে এবং নিস্তার পর্ব পালনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি।

প্রায়শ্চিত্তকালের শুরু থেকেই মাতা মণ্ডলী আমাদের প্রার্থনা, উপবাস ও ত্যাগস্বীকার করতে উদাত্ত আহ্বান জানায়। ধ্যান-প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের ও ভাইবোনদের কথা স্মরণ করে আমাদের অন্তরের সমস্ত হিংসা, ঘৃণা, অহংকার অমঙ্গল চিন্তা দূর করার শক্তি লাভ করি, ধীরে ধীরে সেগুলো ত্যাগ করি। প্রার্থনা মানুষের জীবনে দান করে সত্য ও অন্তর দৃষ্টি এবং সঠিক মূল্যবোধ। সাধু আগষ্টিন বলেন, 'যারা প্রার্থনা করতে শেখেন, তারা জীবনযাপনও করতে শেখেন।'

উপবাস হলো কষ্ট স্বীকার করা। বাইবেলে পুরাতন নিয়মে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে প্রবক্তারা ইস্রায়েল জাতিকে কোন কাজ করার আগে উপবাস করার আদেশ দিয়েছিলেন। যিশু নিজেই চল্লিশ দিন মরুভূমিতে উপবাস পালন করেছিলেন। তাঁর প্রকাশ্য জীবনের আরম্ভে। উপবাস থাকার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে। যা পাপকে বিশেষভাবে কামপ্রবৃত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করে। যুগে যুগে সাধু-সাধ্বীরাও উপবাস পালন করে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করতেন। উপবাস আত্মা ও শরীরের মধ্যে ঐক্য সাধন করে। তাই উপবাস শুধু মাত্র ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের ব্যাপার নয়, বরং আত্মসংযমী হতে সাহায্য করে।

অনেক সময় আমরা বলি বা শুনে থাকি, ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ। তবে বার্তমান বাস্তবতায় কেউ সহজে ত্যাগস্বীকার করতে চায় না। কারণ ত্যাগস্বীকার সবসময়ই দুঃখের, কষ্টের হয়ে থাকে। ত্যাগ হলো মহত্বের প্রকাশ এবং নিঃস্বার্থ হতে সাহায্য করে। অনেক সময় আমরা জাগতিক ভোগবিলাসিতায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। আর ত্যাগের মধ্যদিয়ে উপলব্ধি করি, এই জগতে আমার অবস্থান ক্ষণস্থায়ী, কোন কিছুই আমার থাকবে না। তাই ত্যাগস্বীকারের মধ্যদিয়ে আমরা আত্ম উপলব্ধি করি। যিশু যেমন নিঃস্বার্থভাবে পিতার ইচ্ছা পরিপূর্ণ করেছেন। আমরাও নিঃস্বার্থভাবে যিশুকে অনুসরণ করে আহূত।

ভস্ম আমাদের আহ্বান করে-

১. এই ধূলার দেহ, একদিন ধূলাতেই মিশে যাবে তা চিন্তা করতে।
২. বিগত দিনের পাপ, অপরাধ নিয়ে চিন্তা করতে।
৩. কৃত পাপের জন্য অনুতাপ করতে।
৪. উপবাসের মধ্যদিয় শারীরিক কষ্ট অনুধাবন করতে।
৫. প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে।
৬. হৃদয় ও মনের মধ্য থেকে ময়লা পরিষ্কার করতে।
৭. ঈশ্বর ও মানুষের সাথে পুনর্মিলন স্থাপন করতে।
৮. ত্যাগস্বীকার করে কষ্ট অনুভব করতে।
৯. একনিষ্ঠভাবে প্রার্থনা করতে।
১০. আত্মসচেতন হতে।

প্রায়শ্চিত্তকালকে বলা হয় আত্মশুদ্ধির বসন্তকাল। বসন্তকালে প্রকৃতিতে দেখা যায়, গাছের পাতা ঝড়ে পরে যায়। নতুন করে গাছে পাতা গজায়, প্রকৃতি নবরূপ ধারণ করে। প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা প্রার্থনা, উপবাস ও ত্যাগস্বীকারের মধ্যদিয়ে নিজেকে নবায়ন করি, পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে প্রভু যিশুর নিস্তার রহস্য উদ্‌যাপন করি॥

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে আমার অভিজ্ঞতা

রেবেকা কুইয়া

গত জুন-জুলাই মাসে কানাডায় ছেলের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে নাতি-নাতনী, ছেলে-ছেলে বৌ ও আত্মীয়দের সাথে অনেক মজা করেছি। আনন্দ করেছি। আপেল, চেরী, স্ট্রবেরী ফলবাগান ঘুরে দেখেছি। প্রচুর ফলও খেয়েছি। তাজা ফল বাসার জন্যে কিনেও এনেছি। আগে অনেকবার নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছি। এবার কিন্তু হোটেলে থেকে রাতের নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখেছি। উপভোগ করেছি রাতে নায়েগ্রার ঢেউয়ের খেলা। কি যে ভাল লেগেছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

এত কিছুর পরও হৃদয়ে কি যেন একটা অভাব অনুভব করছিলাম। ভেবে পেলাম খুব সম্ভবত সকালের পবিত্র খ্রিস্টযাগ। আমি প্রতিদিন তেজগাঁও গির্জায় সকালে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি। এখানে এসে তা আর করা সম্ভব হচ্ছিল না। যতদিন যাচ্ছিল আমি বাংলাদেশে ফেরার জন্যে যেন ততোই মনে তাগিদ অনুভব করছিলাম। আমার পরিবারের সকলেই অনুরোধ করছিলো আরও কিছু দিন কানাডায় থেকে যাবার। কিন্তু মন আমার সায় দিচ্ছিল না। অবশেষে ৭ আগস্ট বাংলাদেশ বিমানে ঢাকায় ফিরে এলাম। বিমানে বসে বার বারই মনে পড়ছিল আমার একমাত্র ছেলে ও তার ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীর কথা। খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবুও দেশের মায়ায় দেশে ফিরে এলাম।

এক দিন বিশ্রাম নিয়ে শুরু করে দিলাম আমার কর্মব্যস্ত জীবন। পরদিনই সকালে পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করলাম। সকলের সাথে দেখা হল। আলাপ হল। পরদিনই ছিল তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের মিটিং। পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ শরৎ ফ্রান্সিসের সাথে সিবিসিবি সেন্টারেও মিটিং ছিল। আরও বেশ কিছু জমে থাকা মিটিং ও হাতের কাজগুলো শেষ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

ক'দিন পর আমি লক্ষ্য করলাম আমার পা দু'টি ফুলে গেছে। বেশ ব্যথাও অনুভব করছিলাম। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কাছেই সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল। অনেক আগেই শুনেছি এ হাসপাতালের ফিজিওথেরাপী বিভাগটি খুব ভাল। চলে এলাম

হাসপাতালে। আমার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাশ্রয়ী ফিতে প্রথমে আমাকে সাতদিনের ফিজিওথেরাপীর প্যাকেজ নেয়ার পরামর্শ দেয়া হল। আমাকে ফিজিওথেরাপী দিচ্ছিলেন থেরাপিষ্ট টনী। ফিজিওথেরাপী নেয়ার সময় আমাকে তিনি প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন, আন্টি ব্যাথা লাগে? আমি বলতাম- একটু একটু ব্যথা লাগে তবে তা আরামের ব্যথা। তৃতীয় দিনে থেরাপী গ্রহণের সময় টনী আমাকে বললেন, আন্টি আপনার পা অনেক গরম। খুব সম্ভবত দিনটি ছিল ২৮ আগস্ট। শরীরেও বেশ জ্বর মনে হচ্ছে। টনী নিজেই আমার জন্যে নাপা টেবলেট এনে দিলেন। আমি সেখানেই দুপুর ১২টা পর্যন্ত শুয়ে রইলাম। হাসপাতালেই প্রতিদিনই দুপুর ১২টার সময় পবিত্র খ্রিস্টযাগ হয়। আমি খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে সোজা ঘরে চলে এলাম। এসেই শুয়ে পড়লাম। বুঝতে পারছিলাম গায়ের তাপমাত্রা বাড়ছে। আবারও একটা নাপা খেলাম। পরদিন মেপে দেখলাম আমার জ্বর ১০৩ থেকে ১০৪ ডিগ্রী। খুব ক্লান্তও লাগছিল। শুয়ে শুয়েই আমার ভাইকে ফোন করলাম। অনেক কষ্টে নিজে নিজেই মাথাটা একটু পানি দিয়ে ভিজাতে চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ভাইস্তাকে সাথে নিয়ে ভাই চলে এলো। শুরু হল কপালে জলপট্টি দেয়া। সারা রাত ভাইস্তা আমার কাছেই বসে রইল। ৩০ আগস্ট সকালেই সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালের পরিচালককে ফোন দিলাম। বললাম আমার জ্বরের কথা। তিনি পরামর্শ দিলেন, আপনার অনেক জ্বর। বেশ দুর্বলও মনে হচ্ছে। আপনি এখনই হাসপালে চলে আসুন। আর কোন কিছু চিন্তা না করেই হাসপাতালে চলে এলাম। ডাক্তারের পরামর্শে ভর্তি হয়ে গেলাম। ৪০৩ নম্বর ভিআইপি কেবিন। কিছুই জিজ্ঞেস করিনি, কত ভাড়া, আমার করনীয় কি? এখন আমার মনে হয়, সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে তখন ভর্তি হওয়াটা ছিল আমার জন্যে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত। তা না হলে আমার জীবনে বড় কিছু একটা ঘটে যেতে পারতো। হাসপাতালে ভর্তির পর আমার মনে এক ধরনের প্রত্যয় জন্মালো- হাসপাতালে যেহেতু এসেছি এখন আর মারা যাব না। ডাক্তার-নার্স-ওয়ার্ডবয় সকলের আন্তরিকতা দেখে আমি আরও অনেক সাহস পেলাম। সাথে সাথেই আমার চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। আমার প্রধান ডাক্তার ছিলেন ডা. দেবাশিষ মোহন্ত। তিনি আমাকে মা বলেই সম্বোধন করতেন। শুনেছি তিনি অন্য রোগীদের মা-বাবা, ভাই-বোন বলেই খুব দরদ দিয়ে কথা বলেন। চিকিৎসা দেন। আমি বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা গ্রহণ করেছি। আমার মনে হল-ডা. দেবাশিষও বিদেশী ডাক্তারদের মতই খুব সময় নিয়ে দরদ দিয়ে কথা শুনেন। চিকিৎসা প্রদান করেন। হাসপাতালে থাকাকালে আমি অনেকবারই ভেবেছি, আমাদের সকল ডাক্তার-নার্স- ওয়ার্ডবয়রা যদি এমনই সেবা প্রদান করতেন তবে আমাদের আর বিদেশে চিকিৎসার জন্যে যাবার প্রয়োজন হত না। আমার আরও ভাল লেগেছে, প্রায় প্রতিদিন আমি এ হাসপাতালে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করতে পেরেছি। ফাদারগণ খ্রিস্টান রোগীদের খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করেন। অন্য রোগীদের জন্যে প্রার্থনা করেন। বিষয়টি আমার খুবই ভাল লেগেছে।

জ্বর কমার সাথে সাথে আমার শরীরের প্লাটিলেট কমতে শুরু করে। তা গিয়ে দাঁড়াল ৫১ হাজারে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু ডাক্তারে ব্যবহার ও চিকিৎসা ও নার্সদের সার্বক্ষণিক সেবাযত্ন আমাকে সাহস যুগিয়েছে। আমি ঘুমিয়ে পড়লেও তারা আমাকে ডেকে সময় মত ঔষধ খায়িছে। খুব আস্তে আস্তে কথা বলেছে। কোন অতিরিক্ত শব্দ তারা করেনি। যা আমাকে সুস্থ হতে অনেক সহায়তা করেছে।

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল নিয়ে ভাল-মন্দ অনেক কথাই শুনেছি। তবে আমার অভিজ্ঞতা অনেক ভাল। আপনাদের সাথে তাই একটু সহভাগিতা করার লোভ সামলাতে পারছি না।

সকালে নাস্তা হল হাতে বানানো আটা রুটি, সঙ্গে ভাজি, ডিম ও চা। অবশ্য রোগ ও রোগী অনুযায়ী খাবার পরিবেশন করা হয়। সকাল সাড়ে দশটায় একবাটি চিকেন স্যুপ। দুপুরে ভাত, সবজী, মাছ বা মাংস। বিকেলে টিফিন পরেজ বা স্যুপ। প্রয়োজন মত চিনি-দুধ। রাতের খাবার প্রয়োজন মত ভাত-রুটি সবজী, ডাল, মাছ-মাংস। রান্নাটা আমাদের ঘরের রান্নার মতই আমার মনে হয়েছে। রান্না মানসম্মত।

২০ বেডের এ হাসপাতালে রয়েছে, সাধারণ ওয়ার্ড, সেমিকেবিন, কেবিন, ভি.আই.পি কেবিন। খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোন ঔষধের গন্ধ বা অন্য কোন ময়লা চোখে পড়েনি। টয়লেট মানসম্মত। ভাড়াও খুবই ন্যায়সঙ্গত। তুলনামূলকভাবে ঢাকা শহরে এত ভাল খাবার-সেবার জন্য হাসপাতাল খরচ অল্পই আমার মনে হয়েছে।

হাসপাতালে ভর্তি থেকে আমি অভিজ্ঞতা করেছি প্রায় সকল ধরনের ভাল ভাল কনসাল্টেন্ট ডাক্তার রুটিন করে রোগী দেখেন। সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত রোগী দেখতেও আমি দেখেছি। গুরুতর রোগীদের জন্যে গভীর রাতেও ডাক্তার আসতে দেখেছি। দিন-রাত ২৪ ঘন্টা হাসপাতালের জরুরী বিভাগ খোলা। জরুরী বিভাগে চিকিৎসা ফি মাত্র দুইশত টাকা। প্রায় সব ধরনের মানসম্মত টেষ্টই এ হাসপাতালে করা হয়। অন্য নামী-দামী হাসপাতালের সাথেও রয়েছে এমওইউ (বিশেষ চুক্তি)। এতে রোগী ও হাসপাতাল উভয়ই বিশেষ সেবা ও সুযোগ পেয়ে থাকে। মানসম্মত ঔষধও এখানে পাওয়া যায়। সরাসরি ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানী থেকে ঔষধ সংগ্রহ করা হয়। এতে নির্ভেজাল ঔষধ পাওয়া যায়। হাসপাতাল কেন্টিনেও ভাল ভাল খাবার পাওয়া যায়। এ হাসপাতালে কর্মচারী-কর্মকর্তা সকলেরই জন্যে একই মানের স্বল্প মূল্যে আহারের সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

তবে আমার মনে হয়েছে রোগীর ভিজিটরদের সংখ্যা ও সময় আরও একটু নিয়ন্ত্রণ দরকার। একটা নির্দিষ্ট সময় পর ভিজিটরদের চলে যাওয়া দরকার। প্রয়োজনে ঘন্টা ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে রোগী একটু বেশী ঘুমাতে পারবে। বেশী বিশ্রাম পাবে। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারবে। যেমন আমিও ৫দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে এসেছি। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এখন ভালই আছি। সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালের অনেক শুভ কামনা করি॥

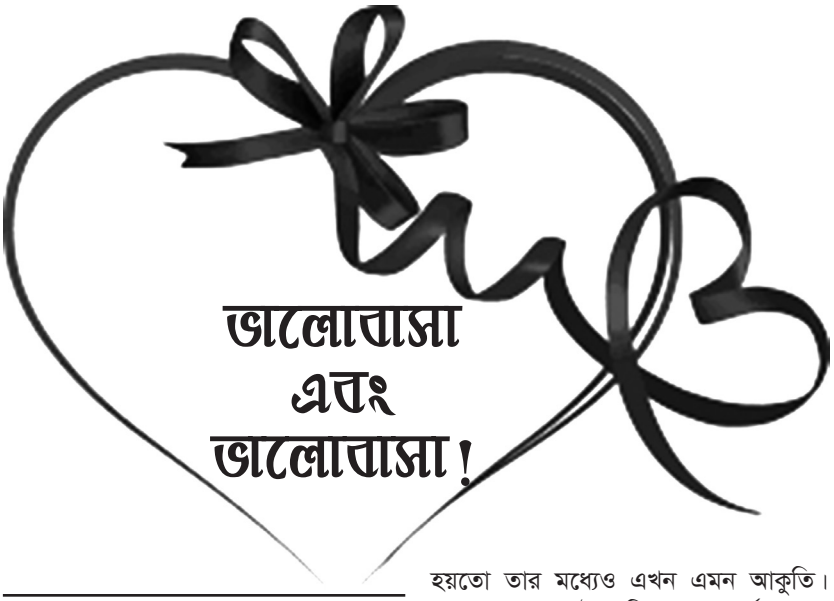

ভালোবাসা এবং ভালোবাসা!

রবীন ভাবুক

তোমার জন্য আমার মায়া হয়! কতটা ভালোবাসা না থাকলে একটা মানুষ এই কথাটা বলতে পারে। ভালোবাসার রূপই যে এমন। বলা যেতে পারে ভালোবাসা একটা নেশা। ভালবাসায় মজলে মানুষ থেকে শুরু করে সমস্ত প্রাণিকুল সবকিছু একদিকে রেখে ভালোবাসাকেই গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে চলে। ভালোবাসার নেশায় কতগুলো উপসর্গ দেখা দেয়। তারমধ্যে অনুভব করার মতো মায়া, আকর্ষণ, ত্যাগস্বীকার, অপেক্ষার মতো বিশেষ উপসর্গগুলো হলো ভালোবাসার প্রতিক্রিয়ার ফল। ভালোবাসলে এসব উপসর্গ নিয়েই চলতে হবে।

মুখে ভালোবাসা, নাকি অন্তরের তাড়না:

তোমার জন্য আমার মায়া হয়! যখন এই কথাটি শুনলাম, মনপ্রাণ উজার করেই ভালোবাসতে শুরু করুলাম। নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করলাম। হাজারো ঝামেলা মাথায় নিয়ে চাতকের মতো করে অপেক্ষায় থ াকতাম একটু একান্তে নির্জনতায় তাকে অনুভব করতে। এই একটি কথায় ভালোবাসার ডালি সাজিয়ে রেখেছিলাম। তার কান্নায়, আমি কান্না করেছি, তার হাসিতে আমি হেসেছি, তার সবকিছুতে আমি নিজেকে খুঁজেছি। কারণ, তাকে ভালোবেসেছি। একদিন সে চলে গেল, কিন্তু তার সেই দরদভরা 'তোমার জন্য আমার মায়া হয়' আজো রয়ে গেছে। এখনো প্রতিটা সকাল শুরু হয় তাকে ভেবে, ঘুমাতে গিয়ে তাকে ভেবেই ঘুমিয়ে পড়া। সে চলে গেল, কিন্তু ভালোবাসা কি মরে গেল! তার কাছে ভালোবাসা নিঃশেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি তার ভালোবাসায় এখনো বুদ হয়ে রয়েছি। হয়তো তার মধ্যেও এখন এমন আকুতি। ভালোবাসা এমনই অবিনশ্বর। স্বার্থের কাছে ভালোবাসা মরে যায়, কিন্তু যে ভালোবাসে, সে এমনই আগলে রাখে। মুখে ভালোবাসা আক্ষরিক, আর অন্তরের ভালোবাসা হৃদয় নিংড়ানো তাড়না। ভালোবাসা নিঃস্বার্থ!

ভালোবাসা দেখা নাকি অনুভূতি:

আমি যতবার লিখেছি, একটা বিষয় ততোবার বলেছি, 'ভালোবাসার রং ও প্রকৃতি ক্ষেত্র বিশেষে আলাদা আলাদা। মানুষে মানুষে, বিশেষে বিশেষে ভালোবাসা একেক রকম। বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের, ভাই-বোনের সাথে ভাই-বোনের, প্রেমিকের সাথে প্রেমিকার, প্রকৃতি প্রেমির সাথে প্রকৃতির, সকল জীবের সাথে জীবের এভাবে আমরা ভালোবাসার চক্রের মধ্যেই বেঁচে আছি। সকল ভালোবাসা যেমন দেখা যায় না, তেমনি ভালোবাসার অনুভূতি না পেলেও অনেক ক্ষেত্রে বোঝা যায় না। ভালোবাসা অনুভবের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। ভালোবাসা সম্পর্কের পবিত্রতা!

ভালোবাসা একটা প্রবৃত্তি:

ভালোবাসা হলো একটা প্রবৃত্তি! মানুষ বা প্রাণিকুলের না চাইলেও ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসা হলো একটা অলিখিত, অদৃশ্য নিয়ম। যা মন থেকে নিঃসৃত হয়। তাই ভালোবাসা হতে সময় লাগে না। যেকোনো মুহূর্তেই ভালোবাসার সূচনা হতে পারে। আবার এটাও ঠিক, ভালোবাসা কখনো পরিবর্তন হয় না। যে আমাকে বলেছিল, 'তোমার জন্য মায়া হয়' জীবনের সকল ভালোবাসাই আমাকে সে উজার করে দিয়েছিল। কিন্তু সে যখন চলে গেল, অন্য কাউকে আপন করলো, তাকে কি সত্যিই ফেলে আসা ভালোবাসার মতো ভালোবাসতে পারবে? সে যখন চলেই গেল, তখন নিজের ভালোবাসার জন্য নয়, নিজের স্বার্থের জন্যই চলে গেল। সে যার কাছে গিয়েছে, তাকে তো সে জানতোই না। তাই ভালোবাসার জন্য যায়নি, গিয়েছে নিজের স্বার্থের জন্য। সুতরাং তার ভালোবাসা আজো আমার জন্য রয়ে গেছে। কারণ, ভালোবাসা কখনো পরিবর্তন হয় না। স্বার্থের বেড়াজালে ভালোবাসা বাঁধা পড়ে না, ভালোবাসা ফিরে আসে ভালোবাসারই কাছে। এ কারণেই ভালোবাসা একটা প্রবৃত্তি, আর সত্যিকার ভালোবাসা বলতে কিছু নেই। ভালোবাসার একটাই নাম, তা হলো 'ভালোবাসা'। সত্যি বা মিথ্যে ভালোবাসা বলতে কিছু নেই। ভালোবাসা নিরন্তর!

ভালোবাসা এবং পাপ:

ভালোবাসার কাছে কোনো পাপ নেই। কারণ, ভালোবাসার বিশেষণই হলো পবিত্র পূর্ণতা। অনেকে বলে, ভালোবেসে পাপ করেছি, তা আসলে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া বা নিজের ভুলকে স্বীকৃতি দেওয়া। ভালোবেসে মানুষ পাপ করে না। বরং ভালোবাসার অভিনয় করে বা নিজের স্বার্থের জন্য প্রতারণা করেই মানুষ পাপ করে। তখন নিজের ভুলটাকে স্বীকৃতি দিয়ে ভালোবেসে পাপ করেছি বলেই নিজেকে নির্দোষ দাবি করে। ভালোবাসা কখনো দোষ দেয় না আবার ভালোবেসে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করারও প্রয়োজন হয় না। ভালোবাসা নির্লোভ এবং অকুতোভয়!

ভালোবাসা দিবস (ভ্যালেন্টাইন ডে) এবং উপলব্ধি :

ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইন ডে কি, এমন কোনো মানুষ নেই যে জানে না। ভ্যালেনটাইন ডে নিয়ে অনেক গুণীজ্ঞানী নানা ধরণের বিশ্লেষণ দিয়েছেন। কেউ বলেছেন, ভালোবাসার কোনো নির্দিষ্ট দিন নেই; কেউ বলেন, ভালোবাসা দিবস পালনই বা করতে হবে কেন?; কেউ বলেন, ব্যস্ততার জন্য ভালোবাসা জানানোর সময় থাকে না অনেকের, তাই অন্তত এই দিনটায় মানুষ মনে করে ভালোবাসার কথা বলতে পারে। এসব বিশ্লেষণ নাইবা করলাম। তবে এত বসন্তের পর এইটুকু বুঝি, ভালোবাসা দিবসের একটা তাৎপর্য নিশ্চয়ই রয়েছে। সব সময় তো নিজেকে উপলব্ধি করে নবায়ন করা যায় না, তাই এই ভালোবাসা দিবসটাই মনে হয় ভালোবাসা জন্য নিজেকে একটু ফিরে দেখা, একটু নবায়ন হওয়া এবং একটু উপলব্ধি করার সময়। কেউ ভালোবাসা ফিরে পায়, কেউ হারায় এই দিনে। তাই এখানে পাওয়া, না পাওয়ারও একটা পূর্ণতা রয়েছে দিবসটিতে। গত ভালোবাসা দিবস এবং পহেলা ফাগুন একই দিনে পড়েছিল। ওই দিন সেই মায়াবতীকে ভালোবাসা দিবস এবং পহেলা ফাগুন উপলক্ষে দুই তোরা ফুল দিয়েছিলাম। বেজার মুখেই হাতে নিল। পরে নিজেই জানালো, তার

দরজা থেকে আমি ফিরে আসার পর নাকি ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে এসেছে। তাই ভালোবাসা দিবস শুধু পাওয়ার জন্য নয়, না পাওয়ারও পূর্ণতা রয়েছে। ভালোবাসা কিন্তু সত্যি বলতেও শেখায়। পাওয়া হোক বা না পাওয়া হোক, পূর্ণতা একটা রয়েছেই। হয়তো ওই ভালোবাসা দিবস ছিল নবায়নের, আগামী ভালোবাসা হয়তো পাওয়ার পূর্ণতা। ভালোবাসা কিন্তু একটা অমোঘ আশাও।

ভালোবাসা দিবসের ইতিহাস আমরা প্রায় সকলেই জানি, তাই এই নিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইন ডে পালন করা শুরু হয়েছে। প্রথম দিকে ভালোবাসা দিবসে দু'টি প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীর মধ্যে প্রেমের আদান-প্রদানই প্রাধান্য পেত। কিন্তু এখন ভালোবাসার তাৎপর্য একটু ভিন্নতাই পেয়েছে। সকল প্রকার ভালোবাসাই কিন্তু এইদিনে একটু আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন বাবা-মাকে সন্তানদের ফুল দিয়ে বা শুভেচ্ছা জানিয়ে ভালোবাসার আদান-প্রদান, বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে ভালোবাসার আদান-প্রদান, এভাবে নানা সম্পর্কের ভালোবাসাই এই দিনে প্রকাশ করা হয় একটু ভিন্ন মাত্রায়। ভালোবাসা নানা রঙ্গে রঙিণ!

আমি কিন্তু ভালোবেসেছি, তুমি কি ভালোবেসেছিলে:

'তোমার জন্য মায়া হয়' এটা কি ভালোবেসে বলেছিলে নাকি মুখেই একটা মিথ্যে বুলি ছিল? আজ সকল ভালোবাসার মানুষকে এই প্রশ্ন নিয়ে একটু চিন্তা করা উচিত। যখন ভালোবাসার কথা বলি, তখন তা অভিনয় বা মিথ্যে, নাকি ভালোবাসা। যারা ভালোবাসার সূচনায় এই কমিটমেন্ট নিয়ে একটা সম্পর্ক শুরু করি, তারা কি সত্যিকার ভালোবাসা নিয়ে শুরু করি, নাকি নিছক একটা মিথ্যে শব্দ দিয়ে শুরু করি! পুরানো হয়ে পঁচে গলে যাওয়া প্রেমিক-প্রেমিকা থেকে শুরু করে যারা নতুন ভালোবাসা সম্পর্কে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, তাই একটু ভেবে নিবেন, আপনার সম্পর্কটা 'ভালোবাসা' নাকি 'নিছক মিথ্যে শব্দ' একটা! তাহলে রবি ঠাকুরের এই গানটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, 'সখি ভালোবাসা কারে কয়?' ভালোবাসা চির সহিষ্ণু!

ভালোবাসা ফিরে ফিরে আসে:

যে ভালোবাসে, তার ভালোবাসা কখনো হারায় না। হয়তো সাময়িক একটা দূরত্ব হয়, কিন্তু শেষ হয় না। যদি ভালোবাসাই হয়, তাহলে ভালোবাসা আবার ফিরে আসেই। কারণ, ভালোবাসা একটা প্রবৃত্তি, একটি আকর্ষণের তাড়না। ভালোবেসে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তাকে কতগুলো কাল্পনিক দোষ দিয়ে, বিভিন্নভাবে নিজের মনে নেতিবাচক রূপ দিয়ে বিচার করারও প্রয়োজন নেই। তাহলে তা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতোই, নিজের দোষকে ঢেকে রাখার ঘৃণ্য চেষ্টা। যে ভালোবাসতে পারে, সে মহানও হতে পারে। এটা আমাদের জন্য একটা সুযোগ, জীবনে ভালোবেসে মহানুভবতারও স্বাক্ষর রাখা সম্ভব। তাই ভালোবেসে এক সময় একটা সাময়িক দূরত্বের জন্য হতাশা নয়, বরং ভালোবাসাকে পূর্ণতা দিয়ে মহানুভবতার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। এর জন্য প্রথমে নিজেকে আরো বেশি ভালোবেসে পথ চলতে শুরু করুন, দেখবেন আপনার ভালোবাসার কাজগুলো কতটা সুন্দর এবং কল্যাণকর হয়, আর আপনার সাময়িক দূরে যাওয়া ভালোবাসা ঠিকই ফিরে আসবে আরো বেশি ভালোবাসা নিয়ে। কারণ, আপনি তো প্রেমিক, আপনি তো ভালোবেসেছেন। ভালোবাসাই পূর্ণতা!

তাই সকলের ভালোবাসার মাঝে বেঁচে থাকুক নিঃস্বার্থ সম্পর্কের পবিত্রতা, নিরন্তর সাধনা, নির্লোভ ও অকুতোভয় অমোঘ আশা, যা নানা রঙ্গে রঙিণ হয়ে চিরসহিষ্ণু ভালোবাসারই পূর্ণতা আসবে॥

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর নিম্নলিখিত পদের জন্য খ্রিস্টান প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে:-

ক্র. নং	পদের নাম	সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	লিঙ্গ	অভিজ্ঞতা
০১	**প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)**	০১ জন	এম.বি.এ/ এম.বি.এস অথবা সমমানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকতে হবে।	৩০-৪৫	পুরুষ/ মহিলা	➢ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা একই ধরণের প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ➢ বেতন- আলোচনা সাপেক্ষে। ➢ সমবায় আইন, বিধি ও উপ-আইন সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। ➢ কম্পিউটার ও একাউন্টিং সফটওয়্যার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। ➢ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স শিথিল যোগ্য।

শর্তাবলী :-

১. আবেদনপত্র সহ পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত। (মোবাইল নাম্বার-সহ)
২. ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসেবে দিতে হবে (যিনি আপনার সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত আছেন)।
৩. শিক্ষাগত যোগ্যতার ফটোকপি ১ কপি।
৪. সদ্য তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
৫. খামের উপরে পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৬. অফিসের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।
৭. অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে।
৮. শিক্ষানবিশ কালীন সময় ৩ মাস প্রয়োজনে আরও ৩ মাস বাড়ানো হবে।
৯. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র উপযুক্ত প্রার্থীদের মোবাইল ফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য জানানো হবে। সাক্ষাৎকারের সময় প্রার্থীর মূল কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হবে।
১০. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
১১. আবেদনপত্র আগামী ৩১ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে (বিকাল ৩:৩০ মিনিট হতে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট স্ব-শরীরে/ডাকযোগে/ কুরিয়ার অথবা ই-মেইল মারফত পৌঁছাতে হবে।
১২. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,
মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ক-১১৮/৫, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া, গুলশান, ঢাকা-১২১২। email:mcccultd@gmail.com

কবিতা গ্লোরিয়া গমেজ
সম্পাদক
ম.খ্রী.কো.ক্রে.ইউ.লিঃ

বেনেডিক্ট ডি' ক্রুজ
সভাপতি
ম.খ্রী.কো.ক্রে.ইউ.লিঃ

বিজ্ঞ/২৯/২৪

জয়তো ভালোবাসা

সুনীল পেরেরা

১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টইন ডে। বর্তমান বিশ্বে দিনটি সর্বত্রই উৎসব মুখর পরিবেশে পালন করা হয়। বিশেষভাবে যুবক-যুবতিরা, প্রেমিক-প্রেমিকারা নতুন সাজে সেজে একে অন্যকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। শুধু যুব সমাজ নয়, আমাদের প্রত্যেকেরই উচিৎ একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানানো। ভালোবাসা তো শুধু ফুল দিয়ে হয় না। অন্তরের সদিচ্ছাটাই বড় কথা। পরস্পরকে শুভেচ্ছা বিনিময়, শুভ কামনাই দিনটির মূল কথা।

এক দিকে বিশ্বময় চলছে ভালোবাসার দেয়া-নেওয়া, অন্যদিকে চলছে যুদ্ধ, হানাহানি, ধ্বংস, রক্তপাত আর অমানবিক কর্মকান্ড। টিভির পর্দায়, খবরের কাগজে লোমহর্ষক ছবি, প্রতিবেদন আসছে নিত্য দিন। স্বীয় স্বার্থে একে অপরের মাঝে চলছে কত মারামারি, হত্যা আর নির্যাতন-নিপীড়ন। আদিম পাশবিকতা আর নিষ্ঠুরতার আগুনে জ্বলছে গোটা পৃথিবী। যুদ্ধের নামে চলছে নারকীয় ধ্বংস যজ্ঞ। বিপন্ন মানবতা নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। অপশক্তি আজ প্রবলতর হচ্ছে শুভশক্তি শুধু মার খেয়ে যাচ্ছে নীরবে। প্রতিহিংসা, ক্ষমতার লোভ, ঘৃণা আর পাশবিকতার দাপটে সমাজ এখন বিপন্ন। মানুষের বিবেক যেন নিথর বোধহীন। কেন এত নিষ্ঠুরতা? এর শেষ কোথায়. বিশ্ববিবেক কি জাগ্রত হবে না? মিছেই কি ভালোবাসার উৎসব? না, ভালোবাসার জয় একদিন হবেই। শান্তি-স্বস্থি, প্রেম-ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা পাবেই। ভালোবাসার মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই। ভালোবাসা চিরঞ্জীব। প্রত্যাশা, প্রতিটি মানুষের অন্তরেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ জাগরিত হবে। একদিন হয়তো এই পৃথিবীতেই ভালোবাসার স্বর্গরচনা হবে।

ভালোবাসা কথাটি কখনো পুরাতন হয় না। এটি একটি আবেগিক শব্দ নয়। ঈশ্বর সৃষ্টির সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা দিয়ে। মানুষকে ভালোবেসেই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন মানব কল্যাণে। বন্ধুর জন্য জীবন উৎসর্গ করার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর কিছুই নেই। জীবনে বেঁচে থাকার আরেক নাম ভালোবাসা। ভালোবাসা হচ্ছে অন্তরের একটি ঐশ ক্ষমতা। প্রত্যেক হৃদয়েই ভালোবাসা রয়েছে। ক্ষমা করলে ক্ষমা পাওয়া যায়, তেমনি অপরকে ভালোবাসলে ভালোবাসা পাওয়া যায়। মহীয়সী মা মাদার তেরেজা ঐশ ভালোবাসায় আর্তজনের সেবা করেছেন বিনিময়ে লক্ষ কোটি মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন তিনি। আত্মত্যাগই ভালোবাসার মূল শর্ত। পাবার সাথে ভালোবাসলে সে ভালোবাসা ভালোবাসাই নয়। যে ভালোবাসায় ভণ্ডামী ও স্বার্থপরতা রয়েছে তাকে ভালোবাসা বলা যায় না। আমরা যেন সত্যকে ভালোবাসি, হৃদয় উজার করে ভালোবাসি।

ভালোবাসার কোন রং নেই, সীমারেখা নেই। নিজেকে উজার করে দেবার সুতীব্র বাসনা রয়েছে সত্যিকার ভালোবাসায়। পৃথিবীর যত সব মহান, সত্য, সুন্দর তার সর্বমূলে রয়েছে সুমহান আত্মত্যাগ ও ভালোবাসার উজ্জ্বল প্রকাশ। প্রতিটি মানুষকে একটি ভালোবাসা পূর্ণ হৃদয় দিয়েছেন। এই হৃদয়ের শক্তি দিয়ে মানুষ ভালোবাসাময় কল্যাণ কাজে ব্যাপৃত হয়। এই শক্তিকে বিনাশ করতে অপশক্তির চলছে প্রাণান্ত চেষ্টা। ভালোবাসা কল্যাণময়ী, ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। ভালোবাসার শক্তি দিয়েই অপশক্তিকে সমূলে বিনাশ করতে হবে। জীবনের জয়গানে প্রতিটি প্রাণে জাগাতে হবে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। ধ্বংসের সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করে শুভকে আলিঙ্গণ করতে হবে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

বিশ্বে কত লক্ষ কোটি মানুষ একটু স্নেহের স্পর্শ, একটু ভালোবাসার, ছোঁয়া পাবার প্রত্যাশায় লালাইত। ভালোবাসার অভাবেই সন্তান বিপথগামী হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে, ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যাচ্ছে সুখের সংসার, খান খান হয়ে যাচ্ছে যৌবনের রঙিন পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্নগুলো।

একটি যুবক ভালোবেসেছিলো। দু'জনে প্রতিজ্ঞা করেছিল প্রয়োজনে এক অন্যের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। ভালোবাসার দোলায় দুলতে দুলতে স্বপ্নের তাজমহল গড়ে তুলেছিল স্বপ্নের আলপনায়। ঘর বাঁধার দিনক্ষণও ঠিক। ঢাক বাজবে, সাঁনাই বাজবে বিয়েতে এমনি সব আলাপন। ছেলেটি ফোন করে জানতে চায় মেয়েটির কাছে। মেয়েটি চোখের জলে ভাসে। একদিন ছেলেটি জানায় সামনের মাসেই সে ফিরে আসবে। কেনাকাটা সব শেষ। এলে বিয়ে।

ক'দিন পড়েই ভালোবাসার ইতি টেনে মেয়েটি চলে গেল না ফেরার দেশে। মেয়েটি তার ভালোবাসার মানুষটিকে কখনো বলতেই পারেনি যে তার ব্ল্যাড কন্সার হয়েছে। হয়তো আশা করেছিল ভালো হয়ে যাবে। তা আর হয়নি। ছেলেটি এখনো মেয়েটির কবরে ফুল দিয়ে কাঁদে। যতবারই দেশে ছুটিতে আসে বাবা-মা বিয়ের কথা বললেই শুধু কাঁদে। তাদের বুঝায়, যে বাবা মা'র মাত্র একটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না, আমি অন্যত্র বিয়ে করলে তারা বাঁচবে কাকে নিয়ে? তারা তো আমাকেই সন্তানসম ভালোবেসেছিল। হায়রে ভালোবাসা। কি বিচিত্র ভালোবাসার রূপ।

সবশেষে বলি, ভালোবাসার আগুনে জ্বলে উঠুক সত্যের আলো আর নয় প্রতারণা ভালোবাসার ছলে। জয় হোক অমর প্রেমের। প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের উষ্ণ আলিঙ্গণে প্রস্ফুটিত হোক ভালোবাসার শুভ্র গোলাপ। জয়তো ভালোবাসি, ভালোবাসা চিরজীবি হোক॥

তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের হতে লেখা আহ্বান

সম্মানিত তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের... (কালীগঞ্জ, গাজীপুর) প্রাক্তন ছাত্রদের জানানো যাচ্ছে যে, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মরহুম আব্দুল রহিম মোড়ল ও প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় বাবু গনেশ চন্দ্র দাস। এই দুই আদর্শ শিক্ষকদের জীবনী নিয়ে প্রাক্তন ছাত্র লেখক "শিক্ষক" নামকরণে বই করতে যাচ্ছে। "শিক্ষক" নামক বই এ আগ্রহী ছাত্রদ্বয় শ্রদ্ধেয় স্যারদের সাথে স্মরণীয় ঘটনা, স্মরণীয় শিক্ষা, গল্প, উপদেশ, উপমাকাহিনী ও জীবনাদর্শ দিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারের লিখে ৩০ এপ্রিল ২০২৪ এর মধ্যে নিম্ন ই-মেইলে লেখা পাঠাতে বিনয়ী অনুরোধ করছি। উত্তম লেখাগুলো নব প্রজন্মের শিক্ষণীয় তাগিদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাছাই করে লিখিত ব্যক্তির নাম দিয়ে ছাপানো হবে প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে। শিক্ষক জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করে প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে মহৎ উদ্যোগে সকল ছাত্রদের একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি। ধন্যবাদ।

লেখক মি: আলেক্স রোজারিও

ই-মেইল আইডি- (alexrozario.fr@gmail.com)

লেখা সুতন্নি ফন্টে হবে

বিজ্ঞ/৩১/২৩

প্রকৃতির বৈরিতাকে জয় করে আন্তনীভক্তদের বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান

তীর্থস্থান সকল ধর্মের মানুষের কাছেই একটি পবিত্র স্থান। প্রতিটি তীর্থ উৎসবেই ভক্তগণ শান্তি, ঐক্য, সমৃদ্ধি এবং সৃষ্টিকর্তার বিশেষ অনুগ্রহ কামনা করে থাকে। বিশ্বাসে ও আত্মার সুগভীর সত্তায় নিজ নিজ জীবনের ব্যর্থতা, পাপময়তা, অবহেলার কথা স্মরণ করে ঈশ্বরের কাছে কায়মনে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ভক্তরা তাদের মানতদানে, জাগতিক, আধ্যাত্মিক সাহায্য সহযোগিতা কামনা করে, রোগ মুক্তি, হারানো জিনিস প্রাপ্তির আবেদন নিয়ে হাজির হয় সাধু আন্তনীর কাছে। কোন কোন স্থানে অনেক লৌকিক বিশ্বাস এত বেশি প্রবল যে, প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার ভক্ত সেখানে আসে। বাংলাদেশেও খ্রিস্টধর্মাবলম্বী তথা কাথলিক বিশ্বাসীদের সবচেয়ে বড় ও জনপ্রিয় তীর্থস্থান পানজোরার সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান। সাধু আন্তনী ও স্থানটি নিয়ে অনেক লৌকিক বিশ্বাস রয়েছে।

নাগরী একটি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক ধর্মপল্লী। পাশেই পানজোড়া সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান। এখানে প্রতিবছর অটল বিশ্বাসে ছুটে আসে হাজার হাজার জনতা। এখানে নেই কোন জাতি–ধর্মের ভেদাভেদ। 'বিশ্বাসের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। কালক্রমে ভক্তি ও বিশ্বাসে এই ঐতিহ্য ও কৃষ্টি আরও বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়। প্রতিবছরের মত এবছরও ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম শুক্রবার ২ ফেব্রুয়ারি আয়োজন করা হয় তীর্থোৎসবের কিন্তু সকলের মনেই শঙ্কার সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে।

প্রেমময় ঈশ্বর কতই না দরদী! ভক্তের কষ্টে তাঁরও প্রাণ কাঁদে নিরবধি। তবুও তিনি ভক্তের বিশ্বাসের পরীক্ষা করেন। বছরের শেষ দিকে কেবলই শীতের তীব্রতা বাড়তে থাকে। ভক্তকূল শঙ্কিত! কেমন করে তারা তীর্থের নয়দিন আগে থেকে নভেনা করবে? শীত বাড়ে, শঙ্কাও বৃদ্ধি পায়। আর পর্বের আগেরদিন বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় মুষলধারে বৃষ্টি। কিন্তু, ঠায় দাঁড়িয়ে শত শত ভক্ত বৃষ্টিতে ভিজেছে তবু বিশ্বাস হারায়নি। প্রত্যেকের প্রত্যাশা সাধু আন্তনীই তাদের রক্ষা করবেন সকল বিপদ হতে। পরদিন দেখা গেল উজ্জ্বল আলোকিত সকালে রোদ ঝলমল করছে। কৃতজ্ঞ যিশুভক্ত সাধুর প্রতি। হাজার হাজার ভক্তকূল প্রকৃতির বৈরিতাকে জয় করে পরম শ্রদ্ধায় বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান করেছে পানজোড়া তীর্থ চত্বরে। প্রতিটি ভক্তের প্রত্যাশা তারা যেন সাধু আন্তনীর দেখানো পথ ধরে যিশুর কাছে যেতে পারে। আলোকিত মানুষ হয়ে মানবতার সেবা করতে পারে।

খ্রিস্টপ্রেমিক সাধু আন্তনী

সাধু আন্তনী ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট পর্তুগালের লিসবন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মা ছিলেন ভিসেন্তে মার্টিন ও তেরেজা পায়িজ তাভেইরা। সাধু আন্তনী ছিলেন ফ্রান্সিকান সংঘের একজন যাজক। ইতালির পাদুয়ায় বেশিভাগ সময় কাটিয়েছেন বলে তিনি পাদুয়ার সাধু আন্তনী নামেই সর্বাধিক পরিচিত। প্রার্থনা, মানত করে বহু লোক ফল লাভ পাচ্ছে। তাঁর অলৌকিক কাজ, যিশুর প্রতি তাঁর ভক্তি ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, ভক্তদের প্রতি কোমল প্রাণ তাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে। সাধু আন্তনীর জিহ্বা যা সব সময় প্রভুর মহিমা ঘোষণা করেছে আজও তা অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। আজ সাধু আন্তনী সত্যিই একজন সর্বজনীন সাধু। সারা পৃথিবীর সব ধর্মের লোকদের দ্বারা সম্মানীত। হারানো মেষদের তিনি হলেন বিশেষভাবে প্রতিপালক। তার সারা জীবন তিনি মানুষকে হারিয়ে যাওয়া জিনিস পাইয়ে দিয়েছেন, কাউকে স্বাস্থ্য, কাউকে আশা, কাউকে গুণ আবার অনেককে তাদের বিশ্বাস। শিশু যিশুর প্রতি সাধু আন্তনীর বিশেষ ছিল বলে তার পুরস্কার স্বরূপ শিশুযিশু তার সাথে দেখা ও আলাপ করতেন। তিনি ১২৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন মৃত্যুবরণ করেন। জীবিতকালে তিনি অনেক আশ্চর্য কাজ করে যে সুনাম কুড়িয়েছেন মৃত্যুর পর তা দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। তার জীবন এতই আধ্যাত্মিক ছিল যে, তাকে সাধু বলে ঘোষণা করতে এক বৎসর সময়ও লাগেনি। ১২৩২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে পোপ গ্রেগরী পাদুয়ার আন্তনীকে সাধু বলে ঘোষণা করেন।

পাদুয়া থেকে পানজোরায় সাধু আন্তনী

পাদুয়ার মহান সাধু আন্তনী নামটি সারা বিশ্বের খ্রিস্টভক্তসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছেও বহুল পরিচিত। মানুষ ভক্তি ভরে তাঁর নাম স্মরণ করে ও তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের নিকট নিজের চাওয়া-পাওয়াগুলো তুলে ধরে। ইতিহাসমণ্ডিত নাগরী ধর্মপল্লীর পানজোরা তীর্থস্থান ধর্মপল্লীকে করেছে মাহিমান্বিত ও বিখ্যাত। সাধু আন্তনীর প্রতি মানুষের গভীর বিশ্বাস ও ভক্তির রেশ ধরেই দিনে দিনে পানজোরা যেন হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের পাদুয়া। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে যে কয়েকটি তীর্থস্থান রয়েছে তার মধ্যে নাগরী ধর্মপল্লীর পানজোরা হলো অন্যতম। পানজোরাতে এই মহান সাধু আন্তনীর নামে পর্তুগীজ মিশনারীগণ একটি গির্জা স্থাপন করেছিলেন। সেই থেকে প্রথমে ভাওয়াল অঞ্চলে এবং পরে আস্তে আস্তে দেশের বহু স্থানে খ্রিস্টভক্তদের মাঝে সাধু আন্তনীর এ তীর্থস্থানের কথা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের বিশ্বাস, এই সাধুর কাছে কিছু যাচ্না করলে তিনি ফিরিয়ে দেন না। প্রতি বছর হাজারো খ্রিস্টভক্ত ও অন্যান্য ধর্মের অনেক মানুষ অপেক্ষা করে থাকে পানজোরাতে সাধু আন্তনীর তীর্থের জন্য। অনেকের মানত পূরণ হবার জন্য আবার অনেকের নতুন মানত করার জন্য। এটি আসলেই অবাক করার মত বিষয় যে অন্য ধর্মের মানুষেরও সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস কত গভীর। হারানো দ্রব্য ফিরে পাওয়া, সুস্থতার জন্য প্রার্থনা, ভালো থ াকার জন্য প্রার্থনা আরও বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশে মানুষ তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। সাধু আন্তনীকে হারানো দ্রব্য ফিরিয়ে দেবার সাধু বলা হয়ে থাকে। সর্বোপরি তিনি সকল মানুষের নিকট অনেক জনপ্রিয় মহা সাধক। আর তাঁর প্রতি মানুষের এই ভক্তি বিশ্বাসের জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় সাধু আন্তনীর তীর্থ বা পার্বণ উদ্যাপন করা হয়।

আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি স্বরূপ ৯ দিনের নভেনা

প্রতিবারের মত এবারও সাধু আন্তনীর তীর্থকে কেন্দ্র করে ৯ দিন ব্যাপী নভেনার মাধ্যমে আন্তনীভক্তগণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই নয় দিন আলাদা মূলভাবকে কেন্দ্র করে ৯ জন পুরোহিত ধ্যান, প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। নয় দিন ব্যাপী সকাল ও বিকালে নভেনার খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। প্রতিদিন

সকাল ও বিকেলে অগনিত মানুষ দূরদুরান্ত থেকে আসে সাধু আন্তনীর নভেনায় যোগদান করতে।

তীর্থের মহা খ্রিস্টযাগ

নয়দিনের নভেনার পর গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার পানজোরাতে পাদুয়ার মহান সাধক সাধু আন্তনীর তীর্থ বৃহৎ পরিসরে উদ্‌যাপন করা হয়। এ উৎসবে বরাবরের মত দুটি খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। ১ম খ্রিস্টযাগ সকাল ৭ টা এবং ২য় খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয় সকাল ১০ টা সময়।

তীর্থোৎসবের ১ম ও ২য় খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধি আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশপ থিয়োটোনিয়াস গমেজ সিএসসি (অবসরপ্রাপ্ত), নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন ভিনসেন্ট কোড়াইয়া এবং আরও অনেক ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণ। দু'টি খ্রিস্টযাগেই পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং উপদেশ বাণী (ইংরেজিতে) রাখেন আর্চবিশপ কেভিন রানডাল এবং তা বাংলায় তর্জমা করেন ফাদার সুব্রত বনিফাস গোমেজ। আর্চবিশপ রান্ডাল উপদেশে বলেন, পৃথিবীর সর্বত্রই সাধু আন্তনী একজন সুপরিচিত সাধু কারন, তিনি সকল মানুষের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল, ঈশ্বরের কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা অসাধারণ। তিনি সাধু আন্তনীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে বলেন, "সাধু আন্তনীর জীবনের মত আমাদের প্রতিটি খ্রিস্টভক্তদের জীবন হওয়া উচিত। আমাদের জীবন হওয়া উচিত অন্তরে অদম্য সাহস নিয়ে ছোট বড় সংকট মোকাবেলা করার সাহসী জীবন, ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হওয়ার জীবন।"

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, "সাধু আন্তনীর যে প্রবল ইচ্ছা ছিল যিশুকে পাওয়ার জন্য, আমাদেরও উচিত সাধু আন্তনীর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করা। তাহলে খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের জীবন পরিপূর্ণ হবে। আপনারা এই মহান সাধুর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করে আপনাদের হৃদয়ের ভক্তি ভালোবাসা আরো বাড়াবেন।" তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান, যারা এই তীর্থস্থানের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আমরা এই তীর্থভূমিকে একটি জাতীয় তীর্থস্থানে উন্নীত করার জন্য আপনাদের প্রার্থনা, সহযোগিতা, আর্থিক সাহায্য এবং পরামর্শ কামনা করি।

দুটি খ্রিস্টযাগেই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আন্তনীভক্তগণ আসে তার অনুগ্রহ লাভ করতে ও তাদের মানত করতে। শুধু যে খ্রিস্টভক্তরাই এসেছিল তা নয়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও এসেছিল তাদের মানত সাধু আন্তনীর নিকট তুলে ধরতে। এতে করেই বুঝা যায় যে সাধু আন্তনী কতটা জনপ্রিয় সকলের কাছে, কতটা বিশ্বাস যোগ্য মানুষের নিকট। মানুষ তার কাছ থেকে পায় বলেই যে শুধু তার কাছে আসে তা নয়। সাধু আন্তনীর প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসাও ভক্তদের পানজোরাতে নিয়ে আসে। আনুমানিক ৪০ হাজার আন্তনী ভক্তদের মিলন মেলার মধ্যদিয়ে এইবারের পার্বণ উদ্‌যাপন করা হয়।

সাধু আন্তনীর তীর্থে অংশগ্রহণ করতে পেরে তার ভক্তগণ অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে কৃতজ্ঞ অন্তরে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। তাদের অনুভূতি তুলে ধরা হল:

নুপুর কস্তা,

নাগরী ধর্মপল্লীর অন্তর্গত বাগদী গ্রামের খ্রিস্টভক্ত।

আমি অতি আনন্দিত যে, এ বছর সাধু আন্তনীর পর্ব খুব আনন্দ ও ভক্তিপূর্ণভাবে পালন করেছি। তাই সকলকে সাধু আন্তনীর পর্বে জানাই পর্বীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। যদিও গতকালের আবহাওয়া কিছুটা খারাপ ছিল কিন্তু আজকের দিনটা ঈশ্বরের আশীর্বাদে খুবই সুন্দর। সাধু আন্তনীর ভক্ত হিসেবে আমি নয় দিনের নভেনায় প্রতিদিনই অংশগ্রহণ করেছি, বিশেষ প্রার্থনা ও নিরামিষ খেয়েছি। আর এই সবকিছুই করেছি সাধু আন্তনীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-সম্মান জানিয়ে। আমার অন্তর ঈশ্বর ও সাধু আন্তনীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। সাধু আন্তনীর কাছে বিশেষ মানত ছিল। তাই নয়দিনের নভেনা ও আজকের পর্ব পালন করতে পেরে আমি সত্যি অনেক আনন্দিত। নিজের পরিবার ও ধর্মপল্লীর সকলের মঙ্গলের জন্য আজকের দিনে ঈশ্বর ও সাধু আন্তনীর নিকট প্রার্থনা করেছি। সাধু আন্তনী আমাদের সকলের মনের আশা পূর্ণ করুক সেই প্রার্থনাই করি।

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন পেনেডি এসএমআরএ

সিস্টার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে আমার ব্রেন টিউমার হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল আমি মারা যাব। কিন্তু এই সাধুর প্রতি আমার গভীর বিশ্বাস ছিল যে এই সাধু আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আর সত্যিই সাধু আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। প্রতি বছর বিভিন্ন মানুষ তাদের দুঃখ-কষ্ট, বিভিন্ন সমস্যা জানাতে সাধুর কাছে আসে এবং অনেকেই তার ফল লাভ করে এবং আবার সাধুকে ধন্যবাদ জানাতে আসে। তখন অনেক ভাল লাগে তাদের দেখে। আমিও ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই কারণ তিনি আমাকে সুস্থতা দান করেছেন। আমরা সবাই তার মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করি যেন আমরা প্রত্যেকে সুস্থ থাকি, ভাল থাকি।

রিকসন টমাস কস্তা (সেমিনারীয়ান)

শুভ্র পোশাক পাওয়ার পর এই প্রথম আমি সাধু আন্তনীর তীর্থ উৎসবে অংশগ্রহণ করি। খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণের মধ্যদিয়ে আমি খ্রিস্টযাগের উপাসনায় সাহায্য করি। আমার অনুভূতিটা সত্যিই খুবই আনন্দের ছিল, নবম দিনের নভেনা ও পর্বীয় খ্রিস্টযাগে লক্ষ্য করেছি সাধু আন্তনীর প্রতি মানুষের কত অগাধ বিশ্বাস। মানুষ কত ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে সাধু আন্তনীর নিকট আসে, যেন তাদের মনের বাসনা পূর্ণ হয়। আমিও ব্যক্তিগতভাবে সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করেছি। যেহেতু নভেনার শেষ দিন অনেক বৃষ্টি হয়েছিল অনেকজন বলছিল যে, পর্বের দিনও অনেক বৃষ্টি হবে। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে পর্বের দিন অনেক সুন্দর ভাবে সবকিছু সম্পন্ন হয়েছে, কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। সবকিছুতেই লক্ষ্য করেছি সার্বিক প্রস্তুতি খুবই ভালো এবং যার ফলে সবকিছুই সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

যোসেফ ইভান্স গমেজ, গোল্লা ধর্মপল্লী

গত ২ ফেব্রুয়ারি প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও অনুষ্ঠিত হয়েছে পানজোরায় মহান সাধু আন্তনীর তীর্থ। আমি দীর্ঘ ২ বছর পর এ তীর্থে অংশগ্রহণ করে খুবই আনন্দিত হয়েছি। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তোবা এ বছরও যাওয়া হবে না কারণ আবহাওয়া ভাল ছিল। শুনেছিলাম সারা দিন মুসলধারে বৃষ্টি হবে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে তীর্থের মহা খ্রিস্টযাগের দিন আবহাওয়া অনেক ভাল ছিল। সবার বিশ্বাস ছিল যে তীর্থের দিন সব ঠিক হয়ে যাবে এবং হয়েছেও তাই। আর এটাই হলে সাধু আন্তনীর এক আলৌকিক কাজ। আমার তীর্থে অংশগ্রহণ করার মূল লক্ষ্যই ছিল সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা। সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় ঈশ্বর সকলকে আশীর্বাদ করুন।

ফাদার প্রেমু টি রোজারিও, রাজশাহী

আমি এখানে এসেছি কারণ সাধু আন্তনীর প্রতি আমার বিশেষ ভালোবাসা ও ভক্তি শ্রদ্ধা রয়েছে। সাধু আন্তনী আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেন পবিত্র থাকতে, পবিত্রতার পথে চলতে এবং প্রতিদিন সাধু আন্তনীর মত মঙ্গলজনক কাজ করতে। আমি এখানে অংশগ্রহণ করে বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। সাধু আন্তনী আমাদের আলোকিত করেন, আলোর পথে চলতে সাহায্য করেন আর সে কারণে আমি আমার জীবনকে নবায়ন করতে পেরেছি, প্রার্থনা করেছি সকল মানুষের জন্য যেন সাধু আন্তনী আমাদের প্রত্যেক পরিবারকে রক্ষা করেন এবং আলোর পথে, পবিত্রতার পথে চলতে সাহায্য করেন।

দৃষ্টি রাখার মত কিছু বিষয়

তীর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি অন্যবারের তুলনায় সবকিছুর আয়োজন একটু ব্যাপক ভাবে করেছে। এবার পর্বের দিন মানুষের আসতে

(২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

উত্তরের পথে

ব্রাদার জয় আন্তনী রোজারিও

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এক লীলাভূমি সূর্যপুর। যেখানে সকালে ঘুম থেকে উঠেই চোখে পড়ে পূর্ব আকাশের উজ্জ্বল হলদে বর্ণের সূর্য, শোনা যায় পাখিদের কলরব। দেখা যায় দূর দিগন্তের মেঘালয়। নেই কোনো ঘনবসতি, মনে হয় যেন আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর স্থান। সেই গ্রামেরই মেয়ে তিলক। বয়স আনুমানিক ১৭। ঢাকায় এক যুব কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে পরিচয় হয় সুজা নামের একজন ছেলের সঙ্গে। পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সে জানতে পারে তার বাড়ি চাঁদপুর। প্রথম দেখাতেই কেন জানি তাকে ভালো লেগে যায় তিলকের। তাই প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পদক্ষেপে নানাভাবে সে তা সুজাকে বুঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সুজা তাকে মোটেই পাত্তা দেয় না। কেননা সে মনে করে কোনো মেয়েকে যে তারও ভালোলাগে তা বুঝতে না দেওয়া একধরনের আর্ট। যা সবাই পারে না। এভাবেই তিলককে ঘুরাতে লাগল যেন অন্যেরা বুঝতে পারে সে বিশেষ কেউ। যার পিছনে মেয়েরা ঘুরবে কিন্তু সে ঘুরবে না। অতঃপর সে মনে প্রাণে তাকে ভালোবাসত। এভাবেই অতিবাহিত হতে থাকে কর্মশালার দিনগুলো। দেখতে দেখতে সময়ও এসে পৌঁছায় সমাপ্তির দোরগোড়ায়। বিদায়লগ্নে তিলক কোনো কথা না বলে একটি চিরকুট তুলে দেয় সুজার হাতে। সুজা চিরকুট নিয়ে রেখে দেয় তার শার্টের বুক পকেটে। কিছু মুহূর্ত পর সে ও বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করার জন্য বাস স্টপেজে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস পেয়ে; গিয়ে বসে

প্রিয়,

লেখার শুরুতে আমার হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা গ্রহণ কর। জানি, ভালো আছো তাই জিজ্ঞাসা করলাম না কেমন আছো? আমি তেমন ভালো নেই। কেন ভালো না, জান? তোমাকে ছাড়া কী ভালো থাকতে পারি, বল? জানিনা চিঠিটা পাওয়ার পর কতটুকু আনন্দ অনুভব করছ? কিন্তু এই আমি লিখতে পেরে খুবই আনন্দিত। জীবনে চলার পথে কোন এক বসন্তের দিনে হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা। তোমাকে পেয়ে আমার সে কি আনন্দ! হৃদয়ের সবটুকু উষ্ণতা দিয়ে তোমার জন্য ফুলের ডালি সাজিয়েছি, বহুযত্নে পরিয়েছি তোমার কপালে ভালোবাসার রাজটিকা। জানো? তোমার অনুপস্থিতি আমার আবেগে বিষম ক্ষত সৃষ্টি করে, তোমায় নিয়ে ঘরবাধার স্মৃতিগুলো বেদনার ডালি হয়ে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বারবার ভেসে ওঠে। তোমার হাসিমাখা মুখ আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারিনা। প্রিয়, আমি তোমায় খুব মিস্ করি। তুমি আছ, তুমি থাকবে চিরদিন আমার হৃদয়গহীনে কেননা আমার ভালোবাসা কোনক্রমেই শেষ হবার নয়। অন্তরতম, আমি তোমার দিকে তাকাই সে তো তুমি নও আমি তোমাতেই হারাই। অনুক্ষণ তোমার মাঝে খুঁজে বেড়াই তোমারে কিন্তু হায়! নিজেরেই খুঁজে পাই তোমার হৃদয় দ্বারে। আমি এই আমাকেই দিয়েছি তোমাতে, কী জানি হয়তো একেই বলে ভালোবাসা। স্মৃতির পাতায় সব রং মুছে যায় পায় তোমারই আলপনা, কল্পনার আকাশে শূন্য আঁকা দিগন্ত জুড়ে তোমারই স্বপ্নমাখা। এখন তুমি তো তুমি নও শুধুই আমি, আমি আর আমি নই কেবলই তুমি। আমি তোমাকে না ভালোবেসে একদমই পারলাম না। বল, আমি কীইবা করতে পারি? যদি জিজ্ঞেস কর আমার এমন কী আছে যা দেখে তুমি আমায় ভালোবেসেছ? আমি নিশ্চিত যে তোমায় আমি তেমন কিছুই বলতে পারবো না। তোমার আবেগাপ্লুত চাহনি, ভালোবাসায় সিক্ত কথা সবই আমার খুব ভালো লাগে। ভালো লাগে তোমার আদরমাখা ভালোবাসা। আচ্ছা, এজন্যই কী আমি তোমাকে ভালোবাসি? কী জানি? হয়তো না। তবে এটুকু জানি যে আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। তোমায় ভালোলাগে, তোমায় নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে তাই তোমায় অনেক বেশি ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসা যদি হয় ভুল তবে আমায় ক্ষমা করে দিও, না হয় আমায় করে দিও বহুদূর। দূর থেকে তোমায় আঁড়ালে দেখবো, দূর থেকে তোমায় ভালোবাসবো। তোমার স্মৃতিগুলো রোমন্থন করবো, তোমায় মনে পড়লে আঁড়ালে নীরবে শুধুই কাঁদবো। জানো? তোমাকে ছেড়ে আসতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার পরেও আমি হাসি মুখে বিদায় নিলাম। আমার খুব কাঁদতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু কাঁদিনি কারণ কাঁদলে নিজেকে সামলাতে পারবো না। জানো প্রিয়, জীবনে প্রথম আমি কাউকে এত বেশি ভালোবেসেছি। কখনো ভাবিনি তোমার মত একজনের দেখা পাব! সত্যিই আমি আনন্দিত তোমাকে পেয়ে। যখন তুমি মাঝে মধ্যে আমার সঙ্গে কথা বলতেনা তখন মনে হত, তুমি আমার সঙ্গে অভিমান করছ। আর ভাবতাম আমি কী কোন ভুল করেছি? জানিনা কবে আবার কথা ও দেখা হবে তোমার সঙ্গে। তবে প্রার্থনা করি যেন খুব তাড়াতাড়ি দিনটা চলে আসে। আমি অপেক্ষার প্রহর গুণতে শুরু করলাম। যদি তোমার মন চায় তাহলে আমায় মনে রেখো। আমায় মনে রাখবে তো? ভুলে যাবে না তো? প্রিয়... তুমি যেখানেই থাকো না কেন ভালো থেকো, এ যে আমার প্রাণের শুভকামনা। আমার প্রিয়... আমি তোমায় ভালোবাসি। যদি চিঠি পড়ার মাঝে কোনো প্রকার কষ্ট পেয়ে থাক তার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত। ভালোমতো পড়াশুনা করবে যেন সামনে যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছ তাতে সফল হও। আমি তোমার জন্য এই মঙ্গল প্রার্থনা করি।

ইতি,

আশা করি, ইতির কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা তুমি বুঝতেই পারছ আমি হলাম...

পুনশ্চঃ তেমন কিছুই বলার নেই। শুধু বলতে চাই, "মনে রেখো, প্রাণের চেয়ে প্রিয়।

আনিকা আনন্দ ফিরে পেল

সংগ্রামী মানব

তমা সবেমাত্র নবম শ্রেণিতে উঠেছে। আনিকা নামে তার একজন খুবই ভাল বান্ধবী রয়েছে। অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে

তাদের প্রতিদিনই অনেক আলাপচারিতা হতো। প্রতিদিনই একসাথে বসে তারা টিফিন করতো। একদিন তমা দেখতে পেল আনিকা শুধু ভাত নিয়ে এসেছে এবং নীরবে বসে খাচ্ছে। আনিকার মুখে বিন্দুমাত্র হাসি নেই। এমনটি দেখে তমা বলল, হ্যাঁ, রে আনিকা, তোর কী হয়েছে? কেন এমন গোঁমড়া মুখ করে বসে আছিস? আর বলিস না তমা, আজ দুদিন হয় ঘরে চাল ছাড়া আর কিছুই নেই। বাবার কাজ নেই, তাই কোন বাজার ঘাটও করতে পারেনি। তাই মা শুধু ভাত রান্না করেছে। এগুলো দেখে আমার খুবই কষ্ট হয়। জানিস তমা, আমার মাঝে মধ্যে মনে হয়, পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে কাজ করি ও প্রচুর টাকা উপার্জন করি। পড়াশুনার চেয়ে আমার কাছে টাকার মূল্যই অনেক বেশি মনে হয়। চিন্তা করিস না আনিকা, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এই নে, আমি আজ রুই মাছের কারি নিয়ে এসেছি। আমার দু-পিস মাছ আছে। একপিস তুই খা আর একপিস আমি। তৎক্ষণাৎ তমা একপিস মাছ আনিকাকে দিয়ে দিল। তমার সহযোগিতায় আনিকা আনন্দ ফিরে পেল।

প্রিয় বন্ধুরা, গল্পটি পড়ে তোমরা কি শিখেছ? এককথায় বলা যায় সহভাগিতা করলে আনন্দ বৃদ্ধি পাবেই॥ ৯০

স্পর্শ জুলিয়ান রোজারিও
মেরী ইম্মাকুলেট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
শ্রেণি :নার্সারী

বাইবেল আমার জীবন পথ

যীশু বাউল

বাইবেল
ঐশ বাণীর আলোকিত পথ
প্রেম-পূর্ণ মাধুর্যময় ঐশভাষণ
শতশত শব্দ-বাক্য, গল্প-কথা
উপমা, নির্দেশনা-গাঁথাজীবন বাণীগ্রন্থ।

বাইবেল
ঐশ মহিমার প্রসূত দয়া ও করুণার
প্রেম-গাঁথা; ঐশ মহিমায় অনন্তরাজ্যে
প্রবেশ ঠিকানা,
ঐশ-মানুষের সুসম্পর্কের ধারা-বর্ণনায়
বাইবেল' জীবনধ্যানের' নিত্য সহায়তার
জ্বলন্ত প্রেম-শিখা।

বাইবেল
জীবন্ত-প্রাণবন্ত, কথা বলে সত্তার গভীরে
পাঠ-ধ্যান ও গভীর নীরবতার অবগাহনে
ধ্যানে-জ্ঞানের নীরব তার নিবির চিন্তনে
বাইবেল 'আলোর পথ দিশারী'
জীবনধ্যানের প্রতিলগ্নে।

বাইবেল
বিশ্বাসী ভক্তের অতিপ্রিয়গ্রন্থ,
প্রাত্যহিক জীবন নবায়নের অমৃতবাণী,
গৃহের শোভা, হৃদয়ের প্রশান্তি অমৃতধারা
বাইবেলেই নবায়িত জীবন- আনন্দময় সুরে
পথ চলা।

বাইবেলের
সুরধ্বনীতেই অন্তর-আত্মা সজীব-সুন্দর
জীবনের নিরন্তন সাধনার আকর
বাইবেলের বাণীতে নিত্য-নতুন চেতনা
'বাইবেলই আমার জীবনপথ'
আনন্দলোকের যাত্রা পথের ঠিকানা।

সরল বাঁধন

ইলি বাড়ৈ

একদিন চলো প্রেমানন্দে
অজানা সমুদ্রে ডুব দেই।
সরল আত্মার বাঁধনে,
সম্মতি দেই ভালোবাসার ইচ্ছে গুলিকে।
তারপর নতুন করে বাঁচিয়ে রাখি
মনের একান্ত আলোচনার দাবিকে।
এই যেমন ধর,
মানবীয় প্রেম, দেহ,
ভালোবাসা, আলিঙ্গন, জৈবিক আত্মতুষ্টির
সকল চাহিদা
সব - সবকিছুকে চোখের দূরত্ব ছাড়িয়ে।
মনের মিলনে আত্মার বাঁধনে বাঁধি।
মনের এই একান্ত আলোচনা যেন
দীর্ঘ আরো দীর্ঘতর হতে থাকে।
কিন্তু এক সুতোয় গাঁথা,
সে কখনও হবে কি?

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর অ্যালামনাইদের পক্ষ থেকে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

নিউটন মণ্ডল ▯ নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর অ্যালামনাইদের পক্ষে ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুরের কাশিমপুর এলাকায় ৩৫টি পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ। শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কো-অর্ডিনেটর ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি। এছাড়াও অ্যালামনাইদের পক্ষে মো: ইমরান হোসেন আবির, আবির হোসেন, দৈনিক কালের কণ্ঠ-এর প্রাক্তন মার্কেটিং অফিসার ও সাংবাদিক জনাব কামরুজ্জামান পারভেজ এবং পাবলিক রিলেশন্স অফিস থেকে নিউটন মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। কো-অর্ডিনেটর ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি বলেন, গাজীপুরের কাশিমপুর তীব্র শীত অনুভূতপ্রবণ এলাকা। এখানে নটর ডেম ও হলি ক্রস ফাদারদের ২৬ বিঘা জমিতে উক্ত দরিদ্র পরিবারগুলো বসবাস করে। এই শীতে পরিবারগুলোকে দেখতে ও তাদের মাঝে কম্বল বিতরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিজস্ব উদ্যোগে ও সংগ্রহে আমরা এই কয়েকটি পরিবারকে শীতবস্ত্র দিতে পেরেছি। কম্বল বিতরণ শেষে স্থানীয় জনগণের সাথে তারা বেশ কিছু সময় কাটায় এবং তাদের জীবন ও জীবিকার খোঁজ-খবর নেন॥

প্রকৃতির বৈরিতাকে জয় করে আন্তনীভক্তদের বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

যেন বেশি অসুবিধা না হয় তার জন্য তীর্থ স্থান থেকে মোটামুটি একটু দূরে সকল গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা করা হয়। এতে করে রাস্তার যানজট অনেকটা কম হয়। শুধু বয়স্ক ও রোগী যারা তাদের জন্য আলাদা গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল চত্বর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য।

সাধু আন্তনীর চত্বরে প্রবেশ পথ ছিল তিনটি। এতে করে মানুষের ভিতরে আসা ও বের হওয়ার সুযোগ সুবিধা বেশি ছিল। তীর্থস্থানের পরিধি আরও বৃদ্ধি করা হয়। পর্বের দিন মানুষ যেন খ্রিস্টযাগে ভালোমত অংশগ্রহণ পারে তার জন্য সাউন্ড সিস্টেমের সর্বোচ্চ ব্যবস্থা করা হয়। আর বিভিন্ন স্থানে বড় স্ক্রিন দেওয়া হয় যাতে করে বিশ্বাসীগণ সক্রিয়ভাবে উপাসনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া ভক্তরা যেন সাধু আন্তনীর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য বিভিন্ন স্থানে সাধু আন্তনীর মূর্তিও রাখা হয়। মানুষের কোন শারিরীক সমস্যা হলে যেন সাথে সাথে ব্যবস্থা নেওয়া যার তার জন্য তৈরি করা হয়েছিল মেডিকেল বুথ।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগে সহযোগিতা করার জন্য প্রতিটি গ্রাম থেকে স্বেচ্ছাসেবক নেওয়া হয় যারা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করে। গির্জায় অনুদান তোলার ক্ষেত্রে এবং গির্জার শেষে বিভিন্ন গেটে বিস্কিট বিতরণের সময় তারা সার্বিকভাবে সাহায্য করে। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কিছু কামিটিও গঠন করে যারা বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে পর্বদিনকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলে। যেহেতু উক্ত দিনে অনেক মানুষের মিলনমেলায় পূর্ণ ছিল তীর্থস্থানটি তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কঠোর ভাবে নেওয়া হয়েছিল। চত্বরের বিভিন্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল, যাতে করে কোন দূর্ঘটনা না ঘটে।

এবারের তীর্থে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খ্রিস্টভক্ত খ্রিস্টযাগে যোগদান করেন। তাদের অনেকের জন্য তীর্থ আয়োজক কমিটি ও নাগরী ধর্মপল্লীর বিভিন্ন সংগঠন, বাড়ি খাবারের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রাম থেকেও অতিথিদের খাবারের ব্যবস্থা করে মিশনে পাঠানো হয়। এতে করে যাদের তেমন কোনো আত্মীয় স্বজন নেই তাদের জন্য বড় ধরনের উপকার হয়। এরইসাথে প্রত্যেকটি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই অতিথিদের আপ্যায়নের সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা গেছে, অন্য বারের তুলনায় এবার পর্বকর্তার সংখ্যা বেশি ছিল।

উপসংহার

আন্তনী ভক্তদের দাবি বা প্রত্যাশা পানজোরাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে তীর্থস্থান হিসেবে ঘোষণা করা হোক। এখানে স্থায়ী আবাসনের এবং খাওয়া-দাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হোক, যাতে দূরদূরান্ত থেকে তীর্থ করতে আসা ভক্তগণ এখানে অবস্থান করে নয় দিনের নভেনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। তাছাড়া স্থানের পরিধির বৃদ্ধি অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। যে হারে ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবারের অবস্থা দেখেই বোঝা যায়। ভক্তের আবেগ অনুভূতি, বিশ্বাস জড়িত পানজোরার চ্যাপেলটি যদি আরও বড় এবং উন্মুক্ত ও আকর্ষণীয় করা যেতো তবে আরও বেশি সংখ্যক ভক্তের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতো। সাধু আন্তনী ও স্থানটি নিয়ে অনেক লৌকিক বিশ্বাস রয়েছে। এগুলো যাচাই-বাছাই করে পুস্তকাকার সংরক্ষণ করা, ভক্তদের মাঝে বিতরণ করা হলে স্থানটি এবং এই সাধুর প্রতি জনগণের ভক্তি-বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেতো এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভক্তগণ এখানে আসার অনুপ্রেরণা পেতেন। অবশ্য কাজগুলো ক্রমান্বয়ে করা হচ্ছে। বাকিগুলোও আগামীতে হবে এই প্রত্যাশা রাখি। পানজোরা বিশ্বতীর্থস্থান হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা রাখি সাধু আন্তনীর চরণতলে॥

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ'র শাখা হিসেবে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালোবাসায় একে অপরের সেবা করা" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষত সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নকল্পে কাজ করে চলছে।

নিম্নলিখিত পদ সমূহে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা
০১	সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্রাইমারী)	১টি	যে কোন বিষয়ে মাষ্টার্স এবং বিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে। কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০২	ইনচার্জ (মাধ্যমিক)	১টি	যে কোন বিষয়ে অনার্সসহ স্নাতোকত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। বি এড থাকতে হবে। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ৩ বছর। শিক্ষক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
০৩	সহকারী শিক্ষক ইংরেজী (মাধ্যমিক)	১টি	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে নির্দিষ্ট বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স ও বি এড নিবন্ধনকৃত হতে হবে। কমপক্ষে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৪	অফিস সহকারী	২ট	কমপক্ষে স্নাতক হতে হবে। MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে। সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সেচ্ছাসেবক অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে।
০৫	কমিউনিটি অর্গানাইজার	২টি	কমপক্ষে স্নাতক হতে হবে। MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে। মাঠ পার্যায়ে কাজের কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।
০৬	ক্রেডিট অর্গানাইজার	১ টি	স্নাতক পাশ ও এই কাজে অন্তত তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

উল্লেখ থাকে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত তালিকার প্রার্থীদের ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে। প্রতিটি পদে নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত ও সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে।
২. সত্যায়িত সকল সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
৩. খামের উপরে পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
৪. বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, প্রয়োজনে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
৫. সর্বোপরি কর্মঘণ্টা ও প্রয়োজেন এর অধিক সময় এবং ছুটির দিনে কাজ করার সুন্দর মানসিকতা থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী ০৭ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সাধারণ সম্পাদিকা

কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ

বাদুরতলা, কুমিল্লা

বিজ্ঞ/৩০/২৩

বিশেষ ঘোষণা

সুপ্রিয় লেখক-পাঠক বন্ধুগণ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল লেখক/লেখিকা, পাঠক/পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী-শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানাই। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে আপনারা আমাদের পাশে থেকে বিভিন্ন লেখা, বিজ্ঞাপন, পরামর্শ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আপনাদের এই উদার মনোভাবের জন্য খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

২০২৪ খ্রিস্টবর্ষেও আপনাদের একই রকম সাহায্য-সহযোগীতা পাব বলে প্রত্যাশা করি। তাই নতুন বছরকে কেন্দ্র করে আপনাদের সুচিন্তিত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে। আপনাদের গ্রহক চাঁদা পরিশোধ করে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'কে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। উল্লেখ্য ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪০০ টাকা মাত্র। - *সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

সুবর্ণ সুযোগ **সুবর্ণ সুযোগ** **সুবর্ণ সুযোগ**

আপনি কি এবার ইস্টার পার্বণে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন।

৫০ মিনিটের একটি স্ক্রিপ্ট তৈরী করতে হবে। এতে থাকবে: নাট্যাংশ, নাচ, গান ও বাণী।

নাট্যাংশে থাকবে :

- প্রভু যিশুর শিক্ষার আলোকে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট
- পবিত্র বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে নাটক (যিশুর যাতনাভোগ থেকে মৃত্যু ও পুনরুত্থান পর্যন্ত)
- স্ক্রিপ্ট আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

বি: দ্র: স্ক্রিপ্ট সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

আরও পাওয়া যাচ্ছে – দৈনিক বাইবেল ডায়েরী ২০২৪ (Bible Diary - 2024), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান ও ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার পাওয়া যাচ্ছে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ০৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 05
Regd. No. DA-33
❖ 11 - 17 February, 2024, ২৮ মাঘ - ৪ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

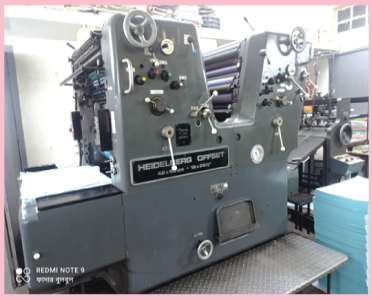

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

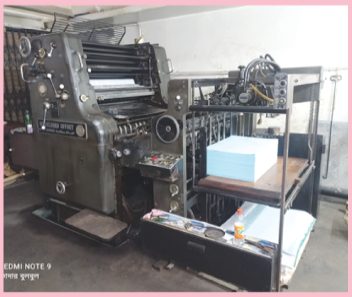

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

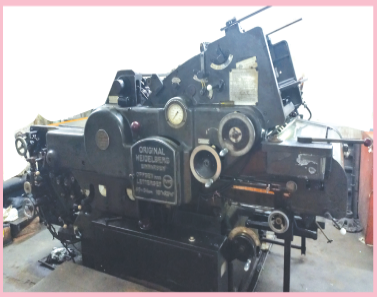

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সাধারণ সংখ্যার বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৬০০/- (ছয়শত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org